এস এস সি ব্যবসায় উদ্যোগ

অধ্যায়-৩: আত্মকর্মসংস্থান

প্রশ্ন ▶১ কক্সবাজারের জনাব জুবায়ের এসএসসি পাশের পর দারিদ্র্যের কারণে স্থানীয়ভাবে শামুক ও ঝিনুক দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। সাগরপাড় থেকে নানা আকারের ঝিনুক ও শামুক সংগ্রহ করে তা দিয়ে তিনি ঝাড়বাতি, গহনা, শো-পিচ ও খেলনা তৈরি করেন। তিনি তৈরিকৃত সামগ্রী পর্যটকদের কাছে বিক্রি করেন। এছাড়া তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মেলা ও প্রদর্শনীতে পণ্য সরবরাহ করে মুনাফা অর্জন করেন। *[সকল বোর্ড ২০১৮ ● প্রশ্ন-৩]*

ক. নট্রামস-এর প্রধান কাজ কী? ১

খ. শুধু মহিলাদের কর্মসংস্থানের নিমিত্তে সরকারি সংস্থাটির কার্যক্রম— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব জুবায়েরের কর্মসংস্থানটি কোন ধরনের? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ব্যবসায়টির আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নট্রামস -এর প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটার চালনা শিক্ষা দেওয়া।

সহায়ক তথ্য

নট্রামস শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান।

খ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় শুধু মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করে।

এ সংস্থা মহিলাদের জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি নেয়। বিশেষ করে গ্রামের দুস্থ, শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত মহিলাদেরকে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়াই এর মূল উদ্দেশ্য। এটি উদ্যোগী মহিলাদের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে।

গ উদ্দীপকের জনাব জুবায়ের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সাথে জড়িত।

এর মাধ্যমে স্বল্প পুঁজি ও ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। এতে কোনো ব্যক্তি নিজেই তার বেকারত্ব দূর করতে পারে। একে স্ব-কর্মসংস্থানও বলা হয়।

উদ্দীপকের জনাব জুবায়ের দারিদ্র্যের কারণে এসএসসি পাসের পর আর পড়াশোনা করতে পারেননি। এ কারণে তিনি শামুক ও ঝিনুক দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। সাগরপাড় থেকে তিনি ঝিনুক ও শামুক সংগ্রহ করে তা দিয়ে ঝাড়বাতি, গহনা, শো-পিচ ও খেলনা তৈরি করেন। এরপর তৈরি করা সামগ্রী তিনি পর্যটকদের কাছে বিক্রি করেন। এছাড়া বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে তিনি পণ্য সরবরাহ করেন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি অর্থ উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি নিজের যোগ্যতায় এ কাজের ব্যবস্থা করেছেন। তাই জনাব জুবায়েরের কাজটিকে আত্মকর্মসংস্থান বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকের জনাব জুবায়ের আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচন করায় সহজেই সফলতা পেয়েছেন।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের ওপর। ঝুঁকি কম এবং আয়ের সম্ভাবনা বেশি এমন কাজকে আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবে নেওয়া উচিত। সঠিক পণ্য নির্বাচন ও উপযুক্ত স্থানে ব্যবসায় গড়ে তুলতে পারলে এ কাজে সহজে সফল হওয়া যায়।

উদ্দীপকের জনাব জুবায়ের দারিদ্র্যের কারণে বেশি পড়াশোনা করতে পারেননি। তাই তিনি শামুক ও ঝিনুক দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরির কাজ শিখেন। এ কাজের মাধ্যমেই তিনি আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

শামুক ও ঝিনুক দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করা জনাব জুবায়েরের জন্য উপযুক্ত হয়েছে। কারণ, কক্সবাজারের সমুদ্র তীরে তার বাড়ি। তিনি সাগরপাড় থেকে সহজেই শামুক ও ঝিনুক সংগ্রহ করতে পারেন। এগুলো দিয়ে তিনি কম খরচে ঝাড়বাতি, গহনা, শো-পিচ ও খেলনা তৈরি করেন। এ ধরনের জিনিস পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। আর কক্সবাজারে সারা বছরই পর্যটকদের আসা-যাওয়া থাকে। ফলে জনাব জুবায়ের সহজেই তার তৈরি করা জিনিস বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করতে পারেন। তাই বলা যায়, আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় করা জনাব জুবায়েরের আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রটি উপযুক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶২ জনাব জাহিদ তার এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু পুঁজি নিয়ে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি পুকুরে মাছ চাষ করেন। জেলা সদরের পাকা রাস্তা তার পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়াতে তার পুকুরের মাছ তাজা তাজাই শহরের বাজারে পৌঁছানো যায় এবং সে বেশ ভালো দামও পাচ্ছে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে সে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। *[সকল বোর্ড ২০১৭ ● প্রশ্ন-৩]*

ক. ব্যবসায়ের সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত কী? ১

খ. কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব জাহিদের জীবিকা অর্জনের উপায়টি কী? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. জনাব জাহিদের মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রধান কারণটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ের সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো পণ্য নির্বাচন করা।

খ কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা বলতে বোঝায়, ব্যক্তি না হয়েও ব্যক্তির মতো আইনগত মর্যাদা ও অধিকার অর্জন করা।

কোম্পানি কোনো ব্যক্তি নয়। কিন্তু এটি যেকোনো স্বাধীন ব্যক্তির মতো নিজ নামে অন্যের সাথে চুক্তি ও লেনদেন করতে পারে। এছাড়া প্রয়োজনে মামলাও করতে পারে। ব্যক্তি না হয়েও ব্যক্তির মতো এ কাজ করতে পারাই হলো কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা।

গ উদ্দীপকের জনাব জাহিদ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেন।

স্বল্পপুঁজি, নিজস্ব চিন্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিজে করাই আত্মকর্মসংস্থান।

আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করেন। যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো স্থানে বসেই স্বল্পপুঁজি নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন।

উদ্দীপকের জনাব জাহিদ এক বন্ধুর কাছ থেকে অর্থ ধার করে পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। এ কাজের মাধ্যমে তিনি নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য তার প্রয়োজন হয়েছে স্বল্পপুঁজি ও নিজস্ব দক্ষতা। জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যেই তিনি এ মাছ চাষ শুরু করেন। তাই বলা যায়, জনাব জাহিদ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমেই জীবিকা অর্জন করছেন।

Teachingbd24.com

ঘ উদ্দীপকের জনাব জাহিদ 'সঠিক স্থান নির্বাচন'-এর মাধ্যমেই মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাজারজাতকরণের সুবিধা ও অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে এমন জায়গায় সহজেই এর ক্ষেত্র তৈরি করা যায়। সঠিকভাবে স্থান নির্বাচন করা গেলে আত্মকর্মসংস্থানে সহজেই সফল হওয়া যায়।

উদ্দীপকের জনাব জাহিদ স্বল্পপুঁজি নিয়ে পুকুরে মাছ চাষের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। মাছ চাষের মাধ্যমে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন।

মাছ চাষের জন্য জনাব জাহিদ জেলা সদ পাকা রাস্তার পাশের একটি পুকুর নির্বাচন করেন। এটি জেলা সদরের কাছে হওয়ায় এবং পাশেই পাকা রাস্তা থাকায়, তিনি মাছ পরিবহনে বেশি সুবিধা লাভ করেন। এতে কম সময়ে তিনি জেলা সদরের বাজারে মাছ সরবরাহ করতে পারেন। এছাড়া পরিবহনে সময় কম লাগায় তাজা মাছই তিনি বাজারে নিয়ে যেতে পারেন। আবার, বাজারে তাজা মাছের চাহিদাই বেশি থাকে। ফলে ভালো দামে তিনি মাছ বিক্রি করতে পারেন। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সফলতা পান। অতএব, সঠিক স্থান নির্বাচনের কারণেই জনাব জাহিদ মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

প্রশ্ন ▶৩ শিক্ষিত যুবক আরিফ পর্যটন থেকে রান্নার ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজস্ব চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকার খিলগাঁওয়ে একটি ফাস্ট ফুডের দোকান দেন। প্রতিষ্ঠানটি উন্নতি লাভ করায় তিনি আরো দুটি শাখা খোলার ও কর্মচারী নিয়োগের চিন্তাভাবনা করছেন।

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ● প্রশ্ন-৩; বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ● প্রশ্ন-৩]

ক. ব্যবসায়ে সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থানকে বেছে নেওয়ার আগে কী কী লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে? ২

গ. আরিফ নিজেকে কোন পেশায় নিয়োজিত করলেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বর্তমান প্রেক্ষাপটে আরিফের পেশাটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায়ে সাফল্যের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো সঠিক পণ্য নির্বাচন।

খ আত্মকর্মসংস্থান হলো নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

আত্মকর্মসংস্থানকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার আগে দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। পাশাপাশি কীভাবে তা অর্জিত হবে সে উপায় বিবেচনা করতে হবে। কী কী বাধা আসতে পারে এবং সেগুলো মোকাবিলার উপায় ঠিক করতে হবে। আবার, সুযোগ কীভাবে কাজে লাগিয়ে এ পেশায় এগিয়ে যাওয়া যায় তাও ঠিক করতে হবে।

গ উদ্দীপকের আরিফ নিজেকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশায় নিয়োজিত করেছেন।

এটি নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে বোঝায়। এটি একটি স্বাধীন ও লাভজনক পেশা। অল্প মূলধন নিয়ে এ পেশায় নিয়োজিত হয়ে অসীম আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। বেকার সমস্যা সমাধানে এ পেশা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে শিক্ষিত যুবক আরিফ রান্নার ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি নিজস্ব চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকার খিলগাঁওয়ে একটি ফাস্ট ফুডের দোকান দিয়েছেন। তিনি নিজেই এটি পরিচালনা করেন। এখানে তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারছেন। তাছাড়া এখানে তার আয়ের সুযোগ অসীম। তাকে কার কাছে জবাবদিহিতা করতে হয় না। এই ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে তিনি নিজের আয়ের ব্যবস্থা নিজেই করেছেন। এসব বৈশিষ্ট্য আত্মকর্মসংস্থানের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায়, আরিফ নিজেকে আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশায় নিয়োজিত করেছেন।

ঘ বর্তমান পেক্ষাপটে আরিফের আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশার গুরুত্ব অনেক।

বর্তমানে বাংলাদেশে বেকার সমস্যা বড় আকার ধারণ করেছে। চাকরির অপ্রতুলতা ও আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি অনিচ্ছা এর প্রধান কারণ। এ সমস্যা সমাধানে আত্মকর্মসংস্থান একমাত্র বিকল্প।

আরিফ একজন শিক্ষিত যুবক। তিনি প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি ফাস্টফুডের দোকান স্থাপন করেছেন। তিনি সফল হয়েছেন এবং আরো দুটি শাখা খোলার চিন্তাভাবনা করছেন। সেই সাথে তিনি কর্মী নিয়োগের কথাও ভাবছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে অন্যতম একটি প্রধান সমস্যা হলো বেকার সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে আত্মকর্মসংস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এত বিশাল জনসম্পদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অসম্ভব। এ সমস্যা দূর করতে আরিফের মতো আত্মকর্মসংস্থানকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া উচিত। কারণ, এ পেশায় নিজের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অন্যের কাজের সুযোগ তৈরি করা যায়। এতে বাংলাদেশের মেধাসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। সবাই স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। দেশের মানুষের দারিদ্র্য দূর হবে। তাই বলা যায়, বর্তমান পেক্ষাপটে আরিফের আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশার গুরুত্ব অনেক।

প্রশ্ন ▶৪ প্রমিলা তার গ্রামের বাসার সামনে একটি টেইলারিং শপ দিতে চাচ্ছেন। এটা স্থাপন করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তাছাড়া অন্য কোনো ব্যবসায় করা যায় কি না তাও ভাবছেন।

[মানিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা ● প্রশ্ন-১]

ক. কর্মসংস্থান কত প্রকার? ১

খ. বাংলাদেশে বেকার সমস্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. প্রমিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে যে চিন্তা করেন তার গুরুত্ব সম্পর্কে লিখ। ৩

ঘ. প্রমিলার ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত বলে তুমি মনে করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্মসংস্থানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

খ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে না পারাই হলো বেকারত্ব।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল ও জনবহুল দেশ। এদেশে চাকরির চাহিদা যে হারে বাড়ছে সে হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণে এখানে চাকরির নতুন ক্ষেত্র তৈরি করাও কষ্টকরো। এসব কারণেই বাংলাদেশে বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়ছে।

গ উদ্দীপকের প্রমিলা প্রশিক্ষণ নেওয়ার যে চিন্তা করেছেন তা টেইলারিং শপের সাফল্যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাড়ানো যায়। ফলে তারা কাজের নতুন নতুন কৌশল ও পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। সুষ্ঠুভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকের প্রমিলা একটি টেইলারিং শপ দিতে চাচ্ছেন। টেইলারিং হলো একটি কারিগরি কাজ। এজন্য তার প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ ছাড়া এ কাজ করা প্রায় অসম্ভব। প্রমিলাকে তাই বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠান

https://teachingbd24.com

থেকে টেইলারিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তাহলেই তিনি দক্ষতার সঙ্গে সঠিক মাপ অনুযায়ী জামা-কাপড় সেলাই করতে পারবেন। প্রশিক্ষণ না নিলে তার কাজের মান খারাপ হবে। ভুল-ত্রুটি বেড়ে যাবে, যা প্রতিষ্ঠানের খরচ বাড়াবে। তাই বলা যায়, প্রমিলার প্রশিক্ষণ বিষয়ে চিন্তা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ প্রমিলার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকটা নির্ভর করে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের ওপর। সবদিক বিবেচনায় যে ব্যবসায় বেশি লাভজনক সে ব্যবসায়ে অর্থ, শ্রম ও সময় বিনিয়োগ করা উচিত।

উদ্দীপকের প্রমিলা বাসার সামনে একটি টেইলারিং শপ দিতে চান। এর জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। প্রমিলা বিকল্প কোনো ব্যবসায় করা যায় কিনা সে কথাও চিন্তা করছেন। তার উপযুক্ত একটি ব্যবসায় নির্বাচন করা উচিত।

উদ্দীপকের প্রমিলার ব্যবসায়ের ক্ষেত্র নির্বাচনে প্রথমে লাভের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। উক্ত ব্যবসায়ের পণ্য বা সেবার চাহিদা কেমন তা খুঁজে বের করতে হবে। কম মূলধন দরকার ও ঝুঁকি কম আছে এমন ব্যবসায়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রমিলা বাড়ির আশপাশে ব্যবসায় করতে চান। তাই তাকে এ বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া তিনি দক্ষ শ্রমিক পাবেন কিনা তাও বিবেচনা করতে হবে। এসব বিষয় বিবেচনা করে প্রমিলার একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায় নির্বাচন করা উচিত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶৫ সালমানশাহ স্থানীয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মাছ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। সে পারিবারিক পুকুরে মাছ চাষ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার বন্ধুরা বলে এতে ঝুঁকি আছে। এতে সে মোটেও থেমে যায়নি। */মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা ● প্রশ্ন-৫/*

ক. আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা কে? ১

খ. উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে ২টি পার্থক্য লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের সালমানশাহর মধ্যে উদ্যোক্তার কোন গুণটি লক্ষ্য করা যায়? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'সালমানশাহর মতো সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করার মাধমে দেশে বিশাল উদ্যোক্তা শ্রেণি তৈরি করা সম্ভব' — মূল্যায়ন করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ড।

খ উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো:

উদ্যোগ	ব্যবসায় উদ্যোগ
১. যেকোনো কাজের কর্ম প্রচেষ্টাকে উদ্যোগ বলে।	১. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করে ব্যবসায় স্থাপনকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।
২. উদ্যোগে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকা বাধ্যতামূলক নয়।	২. ব্যবসায় উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো মুনাফা অর্জন।
৩. উদাহরণ: স্কুলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের আয়োজন একটি উদ্যোগ।	৩. উদাহরণ: মুদি দোকান প্রতিষ্ঠা করা একটি ব্যবসায় উদ্যোগ।

গ উদ্দীপকের সালামনশাহের মধ্যে উদ্যোক্তার 'ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা' গুণটি লক্ষ করা যায়।

উদ্যোক্তার সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে তার মধ্যে থাকা গুণাবলির ওপর। যে কাজে ঝুঁকি বেশি সে কাজ থেকে আয়ের সুযোগও বেশি থাকে। উদ্যোক্তারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হয়ে বিশেষ আনন্দ পান।

উদ্দীপকের সালমানশাহ একজন উদ্যোক্তা। সে স্থানীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মাছ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। সে তার পারিবারিক পুকুরে মাছ চাষ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তার বন্ধুরা বলে এতে ঝুঁকি আছে। কিন্তু সালমানশাহ এতে উৎসাহ হারায় নি। কারণ, একজন সফল উদ্যোক্তা জানে প্রত্যেক ব্যবসায়ে ঝুঁকি আছে। সফল হতে হলে ঝুঁকি নিতে হয়। সালমানশাহ জানে যে কাজে ঝুঁকি বেশি সে কাজে মুনাফাও বেশি। তাই বলা যায়, সালমানশাহের মধ্যে উদ্যোক্তার 'ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা' গুণটি আছে।

ঘ "সালমানশাহের মতো সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে দেশে বিশাল উদ্যোক্তার শ্রেণি তৈরি করা সম্ভব"— উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

অনেক মানুষের মধ্যে আদর্শ উদ্যোক্তার গুণাবলি থাকে। কিন্তু যথার্থ সুযোগ-সুবিধা, প্রেষণা ও অনুপ্রেরণার অভাবে তারা ব্যবসায় উদ্যোগে আগ্রহী হয় না। তাই এসব সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তা দেশের ব্যবসায়ের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছে না।

উদ্দীপকের সালমানশাহ একজন সাহসী উদ্যোক্তা। সে স্থানীয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মাছ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নেয়। সে তার পারিবারিক পুকুরে মাছ চাষ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বন্ধুরা নিরুৎসাহিত করলেও সে থেমে থাকে নি।

সালমানশাহ বর্তমানে একজন উদ্যোক্তা। তার মতো এমন অনেক মানুষ আছে যাদের মধ্যে উদ্যোক্তার গুণ বিদ্যমান। তারা ব্যবসায় করতে পারলে বেশ লাভবান হবে। কিন্তু অনুপ্রেরণার অভাবে তারা সফলতা পাচ্ছে। উপযুক্ত প্রেষণা ও অনুপ্রেরণা দিলে তারাও এগিয়ে যাবে। এতে দেশের বেকার সমস্যা কমবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হবে। তাই বলা যায়, সালমানশাহের মতো সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে বিশাল উদ্যোক্তার শ্রেণি তৈরি করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶৬ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আত্মকর্মসংস্থানের বেশকিছু উপযুক্ত ও লাভজনক ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারা যায়। এ উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের ওপর আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে। এ উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের সময়ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়। */মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা ● প্রশ্ন-৩/*

ক. বাংলাদেশে মোট কর্মহীন লোকের সংখ্যা কত? ১

খ. সুষ্ঠু ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ধারণা কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আত্মকর্মসংস্থানের ৫টি ক্ষেত্র নির্বাচন করো এবং নির্বাচন করার কারণ উল্লেখ করো। ৩

ঘ. আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের সময় বিবেচ্য বিষয়গুলো পর্যালোচনা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে মোট কর্মহীন লোকের সংখ্যা ২৬ লক্ষ।

খ ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ কাজের প্রতিচ্ছবি হলো সুষ্ঠু পরিকল্পনা।

এটি একটি লিখিত দলিল। এর মাধ্যমে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, প্রকৃতি, ব্যবস্থাপনার ধারা, অর্থায়নের উপায়, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা হয়। ব্যবসায় কোন দিকে এগিয়ে যাবে ও কীভাবে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করা যাবে, তার সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ কাজে গতিশীলতা আসে।

গ আত্মকর্মসংস্থানের ৫টি ক্ষেত্র হলো- টেইলারিং, বেকারি, বাইসাইকেল মেরামত, মৃৎশিল্প, তাত শিল্প।

Teachingbd24.com

নিজের মেধা, দক্ষতা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজে করাই আত্মকর্মসংস্থান। এটি একটি লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা। বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় অনেক ক্ষেত্র রয়েছে।

আত্মকর্মসংস্থানের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র হলো টেইলারিং। কারণ বস্ত্র মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। বেকারিও অন্যতম লাভজনক একটি ক্ষেত্র। কারণ খাদ্য-দ্রব্যের ব্যবসায়ে বিক্রি ও মুনাফা বেশি। আবার, সাইকেলের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এতে মেরামত ব্যবসায় লাভজনক হবে। এছাড়া, আমাদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে মৃৎ শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার বাড়ছে। এজন্যই মৃৎশিল্পের সম্ভাবনাও অনেক। আর তাঁত শিল্পের ব্যবহারযোগ্য কাঁচামাল আমাদের দেশেই উৎপাদিত হয়। এজন্য এ শিল্পে ঝুঁকি কম। তাই এটিও আকর্ষণীয় আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র।

ঘ আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে উদ্যোক্তাকে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায় সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের ওপর। এ কাজে সফলতার পরিচয় দিলে ব্যবসায়ের মুনাফা ও গতিশীলতা বাড়ে।

উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে প্রথমেই উদ্যোক্তাকে সঠিক পণ্য নির্বাচন করতে হবে। পণ্যটির বাজার চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করতে হবে। ব্যবসায়ের জন্য চলতি ও স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। এছাড়া, বাজারের পরিধি এবং বিপণন কৌশলের বিষয়টি লক্ষ রাখতে হবে।

যে পেশায় উদ্যোক্তা আত্মনিয়োগ করবে, সে পেশা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে কি না, তা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনে সফলতার পরিচয় দিতে হবে। নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন থেকে ব্যবসায়কে এগিয়ে নিতে হবে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে এসব বিষয়ের প্রতি মূলত লক্ষ রাখতে হবে। সব দিক বিবেচনায় যে পেশা শ্রেষ্ঠ সেটিই নির্বাচন করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ৭ জনাব আকরাম সামান্য পুঁজি নিয়ে নিজ গ্রামে একটি হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলেন। একটি সবজি বাগান করে সেখান থেকেও কিছু আয়ের ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে চাকরি সংকটের কারণে চাকরির জন্য বসে না থেকে নিজেই কর্মসংস্থান গড়ে তুলে বেকারত্বের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

[বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা ● প্রশ্ন-২; ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, বিলগাঁও, ঢাকা ● প্রশ্ন-৭]

ক. জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান শতকরা কত ভাগ? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থানের কয়েকটি ক্ষেত্রের নাম উল্লেখ করো। ২

গ. জনাব আকরামের হাঁস-মুরগির খামার ও সবজি চাষ কী ধরনের কাজ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব আকরামের আত্মকর্মসংস্থানকে পেশা হিসাবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত কি সঠিক ছিল? তোমার যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ অর্থনৈতিক রিভিউ-২০১১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান শতকরা ২০ ভাগ।

খ স্বল্প পুঁজি, নিজের চিন্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জন করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

এর কয়েকটি ক্ষেত্র হলো: হস্তচালিত তাঁত, মৃৎশিল্প, মাছের জাল তৈরি, খামারের কাজ প্রভৃতি। এছাড়াও সবজি চাষ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার, পিঠা তৈরি এর উপযুক্ত ও লাভজনক ক্ষেত্র।

গ উদ্দীপকের জনাব আকরামের হাঁস-মুরগির খামার ও সবজি চাষ আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ।

এর মাধ্যমে নিজেই নিজের কাজের সুযোগ তৈরি করা হয়। নিজস্ব মেধা কাজে লাগিয়ে স্বল্প পুঁজি ও প্রশিক্ষণ নিয়ে এ কাজে নিয়োজিত হওয়া যায়। এটি সম্মানজনক ও লাভজনক পেশা।

উদ্দীপকের জনাব আকরাম সামান্য পুঁজি নিয়ে হাঁসমুরগির খামার স্থাপন করেছেন। পাশাপাশি একটি সবজির বাগান থেকেও তার আয় হচ্ছে। তিনি নিজের প্রচেষ্টায় খামার ও বাগান স্থাপন করেছেন। তাকে অন্য কারও অধীনে কাজ করতে হয় না। তিনি নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজেই করেছেন। নিজের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে খামার ও বাগান থেকে তিনি আয় করছেন। এসব বৈশিষ্ট্য আত্মকর্মসংস্থানের সাথে মিলে যায়। তাই বলা যায়, জনাব আকরামের হাঁস-মুরগির খামার ও সবজি চাষ আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ জনাব আকরামের আত্মকর্মসংস্থানকে পেশা হিসেবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বলে আমি মনে করি।

এটি একটি স্বাধীন ও সম্মানজনক পেশা। এ পেশা থেকে আয়ের সুযোগ অসীম। নিজের সমাজের ও দেশের কল্যাণে এ পেশা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উদ্দীপকের জনাব আকরাম সামান্য পুঁজি নিয়ে নিজ গ্রামে একটি হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করেছেন। পাশাপাশি তার একটি সবজির বাগান আছে। খামার ও সবজির বাগান থেকে তিনি বর্তমানে আয় করেন। এভাবে তিনি বেকারত্ব দূর করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চাকরির পেছনে ছুটলে তার অনেক সময় নষ্ট হতো। তাছাড়া, আশানুরূপ চাকরি না পাওয়ার আশঙ্কা থাকতো। কিন্তু আত্মকর্মসংস্থানকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে তিনি স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছেন। নিজের মেধা ও দক্ষতা কাজে লাগাতে পারছেন। ঝুঁকি থাকলেও তার অসীম আয়ের সুযোগ আছে। আবার, তিনি অন্যের কাজের ব্যবস্থা করে বেকার সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে পারবেন। তাই আমি মনে করি, জনাব আকরামের আত্মকর্মসংস্থানকে পেশা হিসেবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ৮ জাহিদ ও জাদু দুই বন্ধু। জাহিদ চাকরি পেলেও জাদু চেষ্টা করেও ভালো কোনো চাকরি জোগাড় করতে পারেনি। কিন্তু সে হতাশ না হয়ে প্লাস্টিক শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে এ শিল্পের বিভিন্ন পণ্য তৈরির কারখানা স্থাপন করে। উক্ত পণ্যের চাহিদা, মানসম্মত পণ্য ও দাম সুলভ হওয়ায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাজারে সুনাম সৃষ্টি করে। কয়েক বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ জাদু বর্তমানে আরও দুইটি কারখানার মালিক। *[মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা ● প্রশ্ন-২]*

ক. আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় মূলধন কোনটি? ১

খ. নট্রামস কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জাহিদের কর্মসংস্থানের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "দেশের অর্থনীতির ভিত মজবুতকরণে জাহিদ নয়, জাদুই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে"— বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় মূলধন হলো নিজের দক্ষতা।

খ নট্রামস হলো আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়ার একটি প্রতিষ্ঠান।

এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার ও কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের চালনো শিক্ষা দেওয়াই এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। নট্রামস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে।

Teachingbd24.com

গ উদ্দীপকের জাহিদের কর্মসংস্থানের ধরন হলো চাকরি।

মজুরি বা বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলো চাকরি। শিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত সকলেই চাকরি করে আয় করতে চায়। আয়ের নিরাপত্তা, পদোন্নতির সুযোগ, সামাজিক সম্মান প্রভৃতি কারণে মানুষ চাকরিতে নিয়োজিত হতে চায়।

উদ্দীপকের জাহিদ চেষ্টা করে একটি ভালো কাজের ব্যবস্থা করেছে। এক্ষেত্রে সে নির্দিষ্ট সময় পর কাজের বিনিময়ে বেতন পায়। এ কাজে সে স্বাধীনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাকে অন্যের অধীনে থেকে সব কাজ করতে হয়। ফলে তার আয় সীমিত ও সুনির্দিষ্ট। এখানে আয় সীমিত হলেও প্রতি মাসে তার বেতন নির্ধারিত থাকে। তাই তার তেমন কোনো আর্থিক ঝুঁকি নেই। এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে চাকরির মিল আছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের জাহিদের কাজটি চাকরির অন্তর্গত।

ঘ 'দেশের অর্থনীতির ভিত মজবুতকরণে জাহিদের চাকরি নয়, জাদুর আত্মকর্মসংস্থানই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে'— উক্তিটি যথার্থ।

আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজের কাজের ব্যবস্থা করা যায়। এর পাশাপাশি সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন করা যায়। চাকরিতে এ সুযোগ খুবই কম। এ কারণে আত্মকর্মসংস্থান সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপকের জাহিদ চেষ্টা করে চাকরি পেলেও জাদু তা পারেনি। পরবর্তীতে জাদু প্লাস্টিক শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা চিন্তা করে এর একটি কারখানা স্থাপন করে। উক্ত পণ্যের চাহিদা, মানসম্মত পণ্য ও দাম কম হওয়ায় কম সময়েই সে সুনাম অর্জন করে। বর্তমানে সে দুইটি কারখানার মালিক।

জাদু কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজেই করেছে। কিন্তু জাহিদ কাজের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া জাদুর কারখানায় অন্য লোকেরও কাজের ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে বেকার লোকের সংখ্যা কমছে, যা জাহিদ পারছে না। আবার, দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করায় সম্পদের সদ্ব্যবহার হচ্ছে। এতে ক্রেতারা মানসম্মত প্লাস্টিক পণ্য পাচ্ছে। এভাবে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে। অতএব, জাদুর আত্মকর্মসংস্থানই দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করতে ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৯ সনোয়ারা বেগম রাজশাহীতে একটি ফুলের দোকান দেন। তিনি লক্ষ করলেন ঐ এলাকায় ফুলের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তিনি এবার স্থানীয় যুব উন্নয়ন কার্যালয় থেকে ফুল চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে দুই একর জমিতে ফুল চাষ করেন। তিনি এ ব্যবসায় তিনজন শ্রমিক নিয়োগ দিলেন এবং তাদেরও প্রশিক্ষিত করে তুললেন। প্রথম মৌসুমেই আয় হলো ১ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় মৌসুমে অপচয় কমিয়ে আরও দক্ষতার সাথে ফুল উৎপাদন করলেন। এবার তার আয় হলো ৩ লক্ষ টাকা। *[রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, গাজীপুর ● প্রশ্ন-৩]*

ক. নট্রামস কোন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণে করণীয় কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে ফুল চাষ নির্বাচনে সনোয়ারা বেগম কোন বিষয় বিবেচনা করেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সনোয়ারা বেগমের সফলতায় প্রশিক্ষণের ভূমিকা মূল্যায়ন করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নট্রামস শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়।

খ নিজের মেধা, দক্ষতা ও শ্রম দিয়ে নিজেই নিজের কাজের ব্যবস্থা করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে বেকারদের জন্য কর্মশালার ব্যবস্থা করা যায়। তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ, অর্থের ব্যবস্থা, ক্ষেত্র নির্বাচনে সহায়তা করা সম্ভব। আবার তাদের পুরস্কার, সম্মানিত করার ব্যবস্থা করে আগ্রহী করা যায়। এছাড়া, সরকারি ভর্তুকি, স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া, কর অবকাশ দেওয়া যায়। এসবের মাধ্যমে উদ্যোক্তাকে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

গ উদ্দীপকের সনোয়ারা বেগম আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে ফুল চাষ নির্বাচনে 'পণ্যের চাহিদা নির্ধারণ' বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতা অনেকটা উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে। দূরদর্শী উদ্যোক্তারা এ ধাপে সফলতার পরিচয় দেন। আর অদক্ষ উদ্যোক্তা চাহিদা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হন।

উদ্দীপকের সনোয়ারা বেগমের রাজশাহীতে ফুলের দোকান আছে। তিনি লক্ষ করেছেন ফুলের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। তাই তিনি ফুল চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে ফুল চাষ শুরু করেন। তিনি চাহিদার কথা বিবেচনা করেই ফুল চাষ শুরু করেন। ফুলের চাহিদা কম থাকলে তিনি ফুল চাষ করতেন না। ফুলের চাহিদা দিন দিন বাড়ায় তার ফুল বেশি বিক্রি হবে। সুতরাং বলা যায়, আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে ফুল চাষে সনোয়ারা বেগম পণ্যের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের সনোয়ারা বেগমের সফলতায় প্রশিক্ষণের ভূমিকা অনেক বেশি।

প্রশিক্ষণ নিলে উদ্যোক্তা দক্ষ হয়ে ওঠেন। কাজে ভুল-ত্রুটি কম হয়। দক্ষতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করা যায়। এছাড়া প্রশিক্ষণ অপচয় কমিয়ে মুনাফা বাড়িয়ে তোলে। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা হাতে-কলমে শিক্ষা পাওয়ায় বাস্তবক্ষেত্রে তা কাজে লাগাতে পারে।

উদ্দীপকের সনোয়ারা বেগমের একটি ফুলের দোকান আছে। চাহিদা বেশি থাকায় তিনি ফুল চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে ফুল চাষ শুরু করেন। তিনি তিনজন শ্রমিক নিয়োগ দিয়েছেন এবং তাদেরও প্রশিক্ষন দিয়েছেন। প্রথম বছর তার আয় ১ লক্ষ টাকা। পরের বছর তিনি অপচয় কমিয়ে ৩ লক্ষ টাকা আয় করেন।

প্রশিক্ষণ নেওয়ায় সনোয়ারা বেগম ফুল চাষের সুবিধা পাচ্ছেন। তিনি সম্ভাব্য বিপদ ও ক্ষতি সম্পর্কে বুঝে তা মোকাবেলায় উদ্যোগ নিতে পারেন। ফলে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পান। তিনি ও তার কর্মীরা প্রশিক্ষিত হওয়ায় ভুল-ত্রুটি কম হয়। অপচয় কমে যাওয়ায় তার ফুল বেশি বিক্রি হয়। ফলে মুনাফা বেড়ে যায়। অতএব, সনোয়ারা বেগমের সফলতায় প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব হাসান কোনো রকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই নিজ গ্রামে একটি পোলট্রি খামার প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে তিনি ব্যবসায়ের প্রথমদিকে লাভ করতে পারেন নি। পরবর্তীতে তিনি পোল্ট্রি খামারের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। বর্তমানে তিনি কয়েকটি পোল্ট্রি খামারের মালিক।

[সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ ● প্রশ্ন-২]

ক. বিক্রয়কর্মীর ক্রেতা আকর্ষণের কৌশলকে কী বলে? ১

খ. জেন্ডার সচেতনতা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব হাসানের ব্যবসায়ের প্রথম দিকে লোকসানের কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'জনাব হাসানের ব্যবসায়ের সফলতা দেশের অর্থনীতিতে সহায়ক'— বিশ্লেষণ করো ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিক্রয়কর্মীর ক্রেতা আকর্ষণের কৌশলকে বিক্রয়িকতা বলে।

Teachingbd24.com

খ নারী-পুরুষের ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকাকে 'জেন্ডার সচেতনতা' বলে।

একজন কর্মী নারী বা পুরুষ যাই হোক না কেন উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষ পক্ষপাতহীনতা বজায় রাখতে হবে। কারও প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব না করাই জেন্ডার সচেতনতার মূল বিষয়।

গ প্রশিক্ষণের অভাবে উদ্দীপকের জনাব হাসানের ব্যবসায়ের প্রথম দিকে লোকসান হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ছাড়া অনেক সময় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া যায় না। যেকোনো কাজেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ধারণা নেওয়া জরুরি। এর মাধ্যমেই ব্যবসায়ের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়।

উদ্দীপকের জনাব হাসান কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই নিজ গ্রামে একটি পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষেত্রে পোলট্রি খামার কীভাবে চালাতে ও পরিচর্যা করতে হবে এ সংক্রান্ত কোনো ধারনা তার ছিল না। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিলে তিনি পোল্ট্রি খামার সম্পর্কে ধারনা নিতে পারতেন। এতে তার কাজের দক্ষতা বাড়তো। ফলে কীভাবে কাজ করলে তিনি সফল হবেন তা সহজেই বুঝতে পারতেন। এতে তাকে লোকসানের সম্মুখীন হতে হতো না। সুতরাং বলা যায়, জনাব হাসান প্রশিক্ষণ ছাড়া কাজ করায় প্রথম দিকে ব্যবসায়ে লাভ করতে পারেনি।

ঘ উদ্দীপকের জনাব হাসানের আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায়ের সফলতা দেশের অর্থনীতিতে সহায়ক বলে আমি মনে করি।

স্বল্প মূলধন নিয়ে সহজেই আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। এ কাজের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা যায়। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়।

উদ্দীপকের জনাব হাসান পোল্ট্রি খামারের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। এরপর তার প্রতিষ্ঠিত খামারে নতুনভাবে কাজ শুরু করেন। বর্তমানে তিনি কয়েকটি পোল্ট্রি খামারের মালিক।

বর্তমানে বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানের সহায়ক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। এ কাজে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও সহায়তা করছে। জনাব হাসানও একটি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তিনি নিজে কাজের ব্যবস্থা করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া, তার সাফল্য দেখে অনেকেই এ কাজে নিয়োজিত হতে চেষ্টা করবে। ফলে চাকরির ওপর চাপ ও বেকারত্ব কমবে। তারা নিজেদের চেষ্টায় অর্থ উপার্জন করতে পারবে। এতে নিজের ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। অতএব, জনাব হাসানের ব্যবসায়ের সফলতা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ১১ বাংলাদেশ জনবহুল দেশ। এদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ বেকার। সরকারের একার পক্ষে শিক্ষিত বেকার জনশক্তির কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়। এজন্য বেসরকারি চাকরির পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। *[সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ ● প্রশ্ন-৫; সরকারি ইকবালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা ● প্রশ্ন-৩]*

ক. কতজন শ্রমিক নিয়ে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস স্থাপিত হয়? ১

খ. বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কারা? ২

গ. আত্মকর্মসংস্থানে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে তুমি কী কী বিষয় বিবেচনা করবে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. 'শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে আত্মকর্মসংস্থানের কোনো বিকল্প নেই'— উক্তিটির সপক্ষে মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১২ জন শ্রমিক নিয়ে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস স্থাপিত হয়।

খ যারা দেশের বাণিজ্যিক খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, তাদের বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলা হয়।

এ ধরনের ব্যক্তি শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তারা দেশের জাতীয় আয় বাড়ানোসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখেন। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। তাদের এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার তাদের বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচন করে।

গ আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে কিছু বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়।

নিজেই নিজের কাজের ব্যবস্থা করা যায় আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে। এর ক্ষেত্র নির্বাচনে প্রাথমিক মূলধন, পণ্যের চাহিদা, সঠিক পণ্য নির্বচন প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। এগুলোর ওপর কাজের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে।

জনবহুল বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থান একটি উপযুক্ত পেশা। তাই উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে প্রথমে পণ্যের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। এরপর যথাযথ স্থান ও সম্ভাব্য বাজার ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণ কম হবে এমন ক্ষেত্র নির্বাচন করাই লাভজনক। এক্ষেত্রে আবার এমন ক্ষেত্র নির্বাচনে গুরুত্ব দিতে হবে যে পেশা নমনীয় ও আয়ের সম্ভাবনা বেশি হবে। এছাড়া, সহজে প্রযুক্তির ব্যবহার করা যায় এমন প্রকল্প বিবেচনায় রাখতে হবে। এতে সাফল্য লাভের পথ সহজ হবে। সুতরাং, আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে আমি এসব বিষয় বিবেচনা করব।

ঘ 'শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে আত্মকর্মসংস্থানের কোনো বিকল্প নেই'— উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

নিজস্ব পুঁজি, জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়া যায়। এর মাধ্যমে বেকার সংখ্যা কমানো যায়। এতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ বেকার। সরকারের একার পক্ষে এত লোকের কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এজন্য বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশাগুলো সম্পর্কে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এতে অল্প সময়ে দক্ষতা অর্জন করে তারা নিজেই এ ধরনের কাজ করতে পারবে। তাছাড়া, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের মেধাসম্পদ। তারা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হলে নতুন প্রতিষ্ঠান, ক্ষেত্র, পণ্য ও সেবা উদ্ভাবন করতে পারবে। ফলে অনেক বেকার লোকের কাজের ব্যবস্থা হবে। এতে চাকরির ওপর চাপ কমবে। কারণ তারা নিজেদের চেষ্টায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। এতে তাদের এবং দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে। অতএব, শিক্ষিত ও বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে আত্মকর্মসংস্থানের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ১২

১) হাস মুরগি পালন	৮) বেকারি
২) রাবার তৈরি	৯) সিমেন্ট উৎপাদন
৩) জাহাজ তৈরি	১০) বেতের সামগ্রী
৪) মোবাইল বিক্রি	১১) কম্পিউটার বিক্রি
৫) পোশাক শিল্প	১২) মৌমাছি চাষ
৬) পিঠা তৈরি	১৩) রড উৎপাদন
৭) ভূমি ক্রয়-বিক্রয়	১৪) প্যাড প্রেসার

[বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ ● প্রশ্ন-৩]

https://teachingbd24.com

ক. চাকরির বিকল্প পেশা কোনটি? ১
খ. আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোনগুলো আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা তার তালিকা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশাসমূহ কীভাবে শহরমুখী জনস্রোত নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে? মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক চাকরির বিকল্প পেশা হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থান।

সহায়ক তথ্য

স্বল্প পুঁজি, নিজস্ব চিন্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজ চেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ স্বল্প পুঁজি, নিজস্ব চিন্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

সক্ষম প্রতিটি মানুষকেই তার জীবিকা অর্জনের জন্য কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে একজন ব্যক্তি নিজের মেধার বিকাশ করতে পারে। এজন্য প্রয়োজন প্রবল আত্মবিশ্বাস ও সাফল্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ফলে আত্মকর্মসংস্থান বেকারত্ব কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকে যেগুলো আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা তার তালিকা নিচে দেওয়া হলো—

নং	আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা
১.	হাস-মুরগি পালন
২.	রাবার তৈরি
৩.	পিঠা তৈরি
৪.	বেকারি
৫.	বেতের সামগ্রী
৬.	মৌমাছি চাষ
৭.	প্যাড প্রেসার

ঘ উদ্দীপকের আত্মর্মসংস্থানমূলক পেশাসমূহ শহরমুখী জনস্রোত নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

নিজস্ব পুঁজি, জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়া যায়। এদেশে যে হারে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বাড়ছে, সে হারে চাকরির সুযোগ বাড়ছে না। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে এ সমস্যা কমানো যায়।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ বেকার। সরকারের একার পক্ষে এত লোকের কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এজন্য বেসরকারি চাকরির পাশাপাশি বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

গ্রামের বেকার মানুষেরা সাধারণত জীবিকার জন্য শহরে এসে ভিড় করে। এতে শহরে বেকারত্বের সমস্যা আরও বাড়ে। উদ্দীপকের আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশাগুলো সম্পর্কে গ্রামের বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। এতে তারা দক্ষতা অর্জন করে নিজেরাই এ ধরনের কাজ করতে পারবে। এসব কাজে কম পরিমাণে মূলধন লাগে। এছাড়া, যেকোনো স্থানেই কাজ শুরু করা যায়। তাই এ ধরনের পেশা থেকে সফলতাও বেশি আসে। এভাবে এক অন্যকে দেখে উৎসাহিত হতে পারে। ফলে গ্রামের মানুষ শহরমুখী না হয়ে নিজেদের ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। এভাবেই আত্মর্মসংস্থানের মাধ্যমে শহরমুখী জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ শিহাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে সরকারি চাকরি আশা না করে নিজ গ্রামে কয়েকটি পুকুর নিয়ে মাছ চাষ শুরু করে। সে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নেয়। সে গ্রামে আরও কয়েকজনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করে। মাছ চাষ করে শিহাব লাভবান হয় এবং গ্রামকে আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা করে। *[কুমিল্লা মডার্ন হাই স্কুল ● প্রশ্ন-৩]*

ক. কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কোনটি? ১
খ. নট্রামস কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. শিহাবের মাছের খামারের সফলতা অর্জনের পেছনে কী কী বিষয়ে কাজ করেছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. শিহাবের সিদ্ধান্তটি গ্রাম উন্নয়নে কতটুকু সহায়তা করবে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হলো- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

খ নট্রামস হলো আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়ার একটি প্রতিষ্ঠান।

এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটার চালনা শিক্ষা দেওয়াই এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। নট্রামস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বহু শিক্ষিত বেকার যুবক-যুব মহিলা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে।

গ উদ্দীপকের শিহাবের মাছের খামারের সফলতার পেছনে 'অর্জিত শিক্ষা' এবং 'প্রশিক্ষিত শ্রমিক' এ দু'টি বিষয়ে কাজ করেছে।

কোনো পেশায় সফলতা লাভের ক্ষেত্রে শিক্ষা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী ছাড়া সঠিকভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

উদ্দীপকের শিহাব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। সে নিজ গ্রামে কয়েকটি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করে। গ্রামের আরও অনেককে প্রশিক্ষণ দিয়ে সে মাছের খামারে নিয়োগ দেয়। এ ব্যবসায়ে সে সফল হয়। তার মাছ চাষ বিষয়ে জ্ঞান ও শিক্ষা না থাকলে সে সফল হতো না। বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে সে ব্যর্থ হতো। আবার, তার নিয়োজিত কর্মীরা প্রশিক্ষিত হওয়ায় কোনো ভুল-ত্রুটি হয় না। ফলে শিহাব লাভবান হয়। সুতরাং বলা যায়, শিহাবের অর্জিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষিত শ্রমিক তার সফলতা অর্জনে কাজ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের শিহাবের পরিকল্পনাটি গ্রাম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

একজন সফল উদ্যোক্তা নিজের উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ ও দেশের উন্নয়নে কাজ করে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে উদ্যোক্তা এ কাজটি করে থাকে।

উদ্দীপকের শিহাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছে। সে নিজ গ্রামে কয়েকটি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করে। গ্রামের আরও কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের খামারে নিয়োগ করে। এ কাজের মাধ্যমে সে তার গ্রামকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করেছে।

শিহাবের উদ্যোগ বেকার সমস্যার সমাধান করছে। গ্রামের কোনো জমি বা পুকুর পতিত না থাকা আদর্শ গ্রামের বৈশিষ্ট্য। শিহাবের গ্রামের পুকুরগুলোতে মাছ চাষ হচ্ছে। এতে পুকুরগুলোর সঠিক ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া বেকার লোকদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। অতএব, শিহাবের পরিকল্পনাটি গ্রাম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ সাজেদুল ইসলাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে সরকারি চাকরির আশা না করে নিজ গ্রামে কয়েকটি পুকুর নিয়ে মাছ চাষ করে। সে গ্রামের আরও কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তার মাছের খামারে কাজের ব্যবস্থা করে। সে তার মাছের খামারে অনেক মুনাফা করে এবং তার গ্রামকে আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা করে। *[ভগবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বি. পাড়া, কুমিল্লা ● প্রশ্ন-৩]*

https://teachingbd24.com

ক. কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কোনটি? ১
খ. নট্রামস কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. সাজেদুল ইসলামের মৎস্য খামারের সফলতা অর্জনের পেছনে কী কী বিষয় কাজ করেছে তা বর্ণনা করো। ৩
ঘ. সাজেদুলের সিদ্ধান্তটি গ্রাম উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দাও। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হলো সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

খ নট্রামস হলো আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান।

এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটার চালনা শিক্ষা দেওয়াই এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। নট্রামস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে।

গ উদ্দীপকের সাজেদুল ইসলামের মৎস্য খামারের সফলতার পেছনে 'অর্জিত শিক্ষা' এবং 'প্রশিক্ষিত শ্রমিক' এ দুটি বিষয় কাজ করেছে।

কোনো পেশায় সফলতা লাভের ক্ষেত্রে শিক্ষা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবার, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী ছাড়া সঠিকভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

উদ্দীপকের সাজেদুল ইসলাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে। সে নিজ গ্রামে কয়েকটি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করে। গ্রামের আরো কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সে মৎস্য খামারে নিয়োগ দেয়। ফলে প্রশিক্ষিত কর্মীরা দক্ষতার সাথে মৎস্য চাষে সাজেদুল ইসলামকে সাহায্য করতে পারে। প্রশিক্ষিত বলে তারা ভুল-ত্রুটি কম করে। আবার, সাজেদুল ইসলামের মাছ চাষ বিষয়ে শিক্ষা ও জ্ঞান থাকায় ব্যবসায় পরিচালনায় কোনো অসুবিধা হয় না। তাই বলা যায়, সাজেদুল ইসলামের শিক্ষা ও 'প্রশিক্ষিত শ্রমিক' তার সফলতা অর্জনে কাজ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের সাজেদুল ইসলামের সিদ্ধান্তটি গ্রামের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

একজন সফল উদ্যোক্তা নিজের উন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ ও দেশের উন্নয়নে কাজ করে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে উদ্যোক্তা এ কাজটি করে থাকে।

উদ্দীপকের সাজেদুল ইসলাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেছে। সে নিজ গ্রামে কয়েকটি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করে। গ্রামের আরও কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের খামারে নিয়োগ করে। সে তার গ্রামকে আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছে।

আদর্শ গ্রামে কোনো বেকার থাকে না। সাজেদুল ইসলামের কাজ বেকার সমস্যা সমাধান করছে। গ্রামের কোনো জমি বা পুকুর পতিত না থাকা আদর্শ গ্রামের বৈশিষ্ট্য। সাজেদুল ইসলামের গ্রামের পুকুরগুলোতে মাছ চাষ হচ্ছে, ফলে কোনো পুকুর পতিত থাকছে না। এতে সকলের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। দরিদ্রতা দূর হচ্ছে। তাই বলা যায়, সাজেদুল ইসলামের পরিকল্পনাটি গ্রাম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ১৫ মামুন যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে হাঁস-মুরগি পালন, বৃক্ষরোপণ, মাছ চাষ, ফুল চাষ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি খামার প্রতিষ্ঠা করে। দিন দিন তার খামারের আয় বাড়ায় অনেক বেকার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

[চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃ উচ্চ বিদ্যালয় ● প্রশ্ন-৩]

ক. ব্যবসায় সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত কী? ১
খ. কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মামুনের খামারের আলোকে তুমি কীভাবে একটি খামার গড়ে তুলবে? বর্ণনা করো। ৩
ঘ. বেকার সমস্যা সমাধানে মামুনের খামারের অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সঠিক পণ্য নির্বাচন।

খ কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি।

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের চাকরির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া আয়ের নিরাপত্তা, সম্মান, পদোন্নতি ইত্যাদি সবাইকে চাকরির ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে। এজন্য শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবাই চাকরি খোঁজে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো চাকরির ব্যবস্থা করে থাকে। এজন্য চাকরিই কর্মসংস্থানের প্রধান উদ্দেশ্য।

গ উদ্দীপকের মামুনের খামারের আলোকে একটি খামার প্রতিষ্ঠার আগে আমি খামার স্থাপনের বিবেচ্য বিষয়গুলো বিবেচনা করব।

একটি খামার স্থাপনের জন্য মূলধন, প্রশিক্ষণ, স্থান নির্বাচন, ঝুঁকি নেওয়াসহ অনেক কাজ করতে হয়। তাছাড়া খামারে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয় এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা করতে হয়।

উদ্দীপকের মামুনের মতো আমিও প্রথমে যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নেব। এরপর উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচন করে এর বাজার চাহিদা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করব। তাছাড়া মূলধন কতটুকু লাগবে, কতজন কর্মীর প্রয়োজন হবে তা বিবেচনা করব। নিজের শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে সজাগ থাকব। এসব দিক বিবেচনায় যদি খামার প্রতিষ্ঠা করা লাভজনক মনে হয় তাহলেই খামার স্থাপন করব।

ঘ বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকের মামুনের খামারের অবদান অনস্বীকার্য।

আত্মকর্মসংস্থানের লাভজনক ক্ষেত্র হিসেবে বিভিন্ন ধরনের খামার স্থাপন করা যায়। এতে একদিকে যেমন বেকার সমস্যার সমাধান হয় অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে।

উদ্দীপকের মামুন একটি খামার প্রতিষ্ঠা করে। এজন্য সে যুব উন্নয়ন একাডেমি থেকে ফুল চাষ, মাছ চাষ, বৃক্ষরোপণ, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছে। দিন দিন তার খামারের আয় বাড়ছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

খামার প্রতিষ্ঠার আগে মামুন বেকার ছিল। পরবর্তীতে সে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজেই করে। এতে একদিকে তার আয় বাড়তে থাকে অন্যদিকে দিন দিন খামারের উন্নতি হতে থাকে। তার খামারের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হয়। ফলে কিছু বেকার জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। খামার প্রতিষ্ঠা না করলে মামুন নিজের ও অন্যের কাজের ব্যবস্থা করতে পারতো না। তাই বলা যায়, বেকারত্ব কমাতে মামুনের খামারের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১৬ রিনিয়া পারভীন একজন নারী উদ্যোক্তা। তিনি নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও পুঁজি নিয়ে রেয়াজুদ্দিন বাজার এলাকায় একটি সৌখিন পণ্য তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। বর্তমানে তার কারখানায় উৎপাদিত পণ্য বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম ● প্রশ্ন-৯]

https://teachingbd24.com

ক. ব্যবসায় সাফল্য লাভের অন্যতম শর্ত কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কী কী বিষয় মুখ্য ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রিনিয়া পারভীনের কাজটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কী মনে করো রিনিয়া পারভীনের মতো সফল আত্মকর্মসংস্থানকারীদের জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন— ব্যাখ্যা করো। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সঠিক পণ্য নির্বাচন।

খ নিজের দক্ষতা, মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

এটি সৃষ্টিতে সফল ও স্বাবলম্বী উদ্যোক্তারা প্রেরণা হিসেবে কাজ করেন। সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া, কর অবকাশ, ভর্তুকি প্রভৃতিও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। এ পেশায় আগ্রহী করতে বিভিন্ন সেমিনার, সভা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া সফল উদ্যোক্তাদের নিয়ে এসে সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের সামনে পুরস্কার ও সম্মাননা দিলে আত্মকর্মসংস্থানে তারা উৎসাহী হয়। এসব বিষয় আত্মকর্মসংস্থান তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

গ উদ্দীপকের রিনিয়া পারভীনের কাজটি একটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ।

নিজের দক্ষতা, শ্রম ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজে করাই আত্মকর্মসংস্থান। এটি সম্মানজনক ও লাভজনক পেশা। এ পেশা থেকে আয়ের সুযোগ তৈরি হয়।

উদ্দীপকের রিনিয়া পারভীন একজন নারী উদ্যোক্তা। নিজস্ব পুঁজি নিয়ে রেয়াজুদ্দিন বাজার এলাকায় একটি সৌখিন পণ্য তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে তিনি নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজেই করেছেন। নিজের মেধা, শ্রম ও দক্ষতা দিয়ে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে বেশি আয়ের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। এছাড়া, রিনিয়া পারভীনকে অন্যের চাকরির ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়নি। এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে আত্মকর্মসংস্থানের মিল আছে। সুতরাং বলা যায়, রিনিয়া পারভীন আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজ করেন।

ঘ উদ্দীপকের রিনিয়া পারভীনের মতো আত্মকর্মসংস্থানকারী ও উদ্যোক্তাকে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন বল আমি মনে করি।

উদ্যোক্তারা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়ে নিজের ও অন্যের কাজের ব্যবস্থা করেন। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে সম্মান ও মর্যাদা আশা করেন। তাই জাতীয়ভাবে পুরস্কার দিলে ও সম্মাননার ব্যবস্থা করলে এসব আত্মকর্মসংস্থানকারী ও উদ্যোক্তারা অনুপ্রাণিত হন।

উদ্দীপকের রিনিয়া পারভীন একজন নারী উদ্যোক্তা। নিজের ভাবনা অনুযায়ী তিনি সৌখিন পণ্য তৈরির একটি কারখানা স্থাপন করেন। তার উৎপাদিত পণ্য ক্রেতাদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

উদ্দীপকের রিনিয়া পারভীনের মতো উদ্যোক্তাদের পুরস্কার দিলে তারা অনুপ্রাণিত হয়। তারা আরও নতুন ব্যবসায় উদ্যোগ নিতে আগ্রহী হন। এছাড়া তাদের কাজের আগ্রহ বেড়ে যায়। আবার, পুরস্কারের মাধ্যমে তারা সম্মানিত হন। ফলে সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। আবার, পুরস্কার পাওয়ার আশায় ভালো কাজের মাধ্যমে সমাজের উপকার করে। এছাড়া কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে। এতে দেশের শিল্পায়ন বাড়িয়ে অর্থনৈতিকভাবে দেশকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। অতএব, রিনিয়া পারভীনের মতো আত্মকর্মসংস্থানকারী ও উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▶ ১৭ জনাব 'Y' একজন শিক্ষিত যুবক। তিনি তার পড়াশোনার পাশাপাশি গবাদিপশু পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তাই পড়াশোনা শেষ করে তিনি চাকরি না খুঁজে তার সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে একটি ডেইরি ফার্ম স্থাপন করেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষতার সাথে কাজ করে অল্প কিছুদিনেই ফার্ম পরিচালনায় সফল হতে সক্ষম হন। *[কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ● প্রশ্ন-৩]*

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থানের বড় মূলধন কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব 'Y' এর ডেইরি ফার্মটি কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে জনাব 'Y' কে দ্রুত সফল হতে কোন বিষয়টি সহায়তা করেছে? মূল্যায়ন করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্প পুঁজি, নিজস্ব চিন্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ কর্মী নির্বাচন প্রক্রিয়া একটি সুসংগঠিত কর্মীবাহিনী গড়ে তোলে।

শূন্য পদ পূরণে উপযুক্ত লোক নিয়োগে কর্মী নির্বাচন প্রয়োজন। ব্যবসায় পরিচালনার জন্য যেসব কর্মী নিয়োগ করা হবে তাদের অবশ্যই যোগ্যতাসম্পন্ন এবং নিজের কাজে দক্ষ হতে হবে। দক্ষ ও যোগ্য কর্মীসংস্থানের জন্য কর্মী নির্বাচন প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের জনাব 'Y' এর ডেইরি ফার্মটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

নিজের দক্ষতা পরিশ্রম ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে নিজেই নিজের কাজের ব্যবস্থা করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। উদ্যোক্তার ঝুঁকি থাকলেও আয়ের সুযোগ অসীম। এটি একটি সম্মানজনক ও লাভজনক পেশা।

উদ্দীপকের জনাব 'Y' একজন শিক্ষিত যুবক। তিনি পড়াশোনা শেষ করে চাকরি না খুঁজে ডেইরি ফার্ম স্থাপন করেন। অর্থাৎ, তিনি অন্যের ওপর কাজের জন্য নির্ভর করেননি। নিজের কাজের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেছেন। তিনি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগাতে পারছেন। আবার, ডেইরি ফার্মে অন্যের কাজের সুযোগ আছে। এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে আত্মকর্মসংস্থানের মিল আছে। সুতরাং বলা যায়, জনাব 'Y' এর ডেইরি ফার্মটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের জনাব 'Y' কে দ্রুত সফল হতে 'পরিশ্রম ও দক্ষতা' সহায়তা করেছে।

একজন আদর্শ উদ্যোক্তা তার গুণাবলি কাজে লাগিয়ে সফলতা লাভ করেন। আত্মবিশ্বাস, অধ্যাবসায়, সাহস, দক্ষতা, পরিশ্রম, নমনীয়তা আদর্শ উদ্যোক্তার গুণ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে তারা এসব গুণের অধিকারী হন।

উদ্দীপকের জনাব 'Y' একজন শিক্ষিত যুবক। তিনি পড়াশোনার পাশাপাশি গবাদিপশু পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। অর্থাৎ, তিনি একজন উদ্যমী উদ্যোক্তা। এছাড়া পরবর্তীতে তার কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষতা তাকে সফলতা এনে দিয়েছে।

জনাব 'Y' প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ডেইরি ফার্মে দক্ষ হয়ে উঠেছেন। আর এই দক্ষতা তাকে সঠিকভাবে ফার্ম পরিচালনা করতে সহায়তা করেছে। তিনি দক্ষ হওয়ায় তার ভুল-ত্রুটি কম হয়েছে। আবার, তিনি কঠোর পরিশ্রমীও। তিনি ক্লান্তহীনভাবে প্রতিষ্ঠানের সফলতার জন্য কাজ করেছেন। অলসতা তাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। অতএব, জনাব 'Y' এর মাঝে আদর্শ উদ্যোক্তার গুণাবলি থাকায় তিনি সফলতা লাভ করেছেন।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ১৮ যে সমাজ ও দেশে উদ্যোক্তার সংখ্যা যত বেশি, সে সমাজ বা দেশ অর্থনৈতিকভাবে তত উন্নত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ কর্মহীন। বিশাল কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে বেতনভিত্তিক চাকরির মাধ্যমে কাজে লাগানো সম্ভব নয়, প্রয়োজন আত্মকর্মসংস্থান।

[ব্লু-বার্ড স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ● প্রশ্ন-৩]

ক. BRDB কী? ১

খ. প্রশিক্ষণ কেন প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. "আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে চাকরির বিকল্প সম্মানজনক পেশা"- ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "আত্মকর্মসংস্থানে সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের ওপর"- মূল্যায়ন করো। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRDB এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Rural Development Board.

খ কর্মীদের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করতে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে প্রয়োজন দক্ষ কর্মীর। দক্ষ কর্মী প্রতিষ্ঠানের কাজকে গতিশীল করে এবং অপচয় কমিয়ে আনে। তারা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারে। এতে উৎপাদন ও বিক্রির কাজে গতিশীলতা আসে। এছাড়া মানসম্মত পণ্য বা সেবা উৎপাদন করা যায়। এসব কারণেই কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

গ আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে চাকরির বিকল্প সম্মানজনক পেশা-উক্তিটি যথার্থ।

নিজের দক্ষতা, মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে নিজেই নিজের কাজের ব্যবস্থা করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। এটি মূলধন নিয়ে শুরু করা যায় বলে ঝুঁকি কম হয়। বর্তমানে এটি অনেক লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা।

বাংলাদেশের কর্মক্ষম জনগণের একটি বড় অংশ বেকার। সবাই চাকরির আশায় থাকে। চাকরির সুযোগ কম হওয়ায় সবাই চাকরি পায় না। এক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থান চাকরির বিকল্প পেশা। এ পেশায় নিয়োজিত হয়ে অনেকে বড় ব্যবসায়ী হয়েছেন। দেশ-বিদেশে সুনাম পেয়েছেন। এছাড়া এ পেশায় নিয়োজিত হয়ে দেশ ও সমাজের কল্যাণে অবদান রাখার সুযোগ বেশি থাকে। ফলে সবাই সম্মান করে এবং ভালো চোখে দেখে। যেমন : স্যামসন এইচ চৌধুরী, জহুরুল ইসলাম সফল উদ্যোক্তা। তারা সবার কাছে সম্মান পেয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, আত্মকর্মসংস্থান চাকরির বিকল্প সম্মানজনক পেশা।

ঘ "আত্মকর্মসংস্থানে সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের ওপর" —উক্তিটি যথার্থ।

আত্মকর্মসংস্থান একটি লাভজনক পেশা হলেও ঝুঁকি আছে। তবে ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো যায় উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচন করে। সব দিক বিবেচনায় নিয়ে যে ক্ষেত্রটি সবচেয়ে বেশি লাভজনক, উদ্যোক্তাকে সেটিই নির্বাচন করা উচিত।

যে সমাজে ও দেশে উদ্যোক্তার সংখ্যা যত বেশি, সে দেশ বা সমাজ ততই উন্নত। বাংলাদেশের কর্মশক্তির একটি বড় অংশ কর্মহীন। বিশাল কর্মক্ষম বেকার মানুষের চাকরির ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব। তাই আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজন।

উদ্যোক্তা সবসময় লাভ করে ব্যবসায় করতে চায়। ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি এমন ক্ষেত্র তারা নির্বাচন করে না। কারণ, ক্ষেত্র নির্বাচন ভুল হলে ব্যবসায় করা কঠিন। তখন লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই ঝুঁকি কম এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভালো এমন আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশায় নিয়োজিত হতে হয়। এতে ব্যবসায়ে সফল হওয়া যায়। অতএব, আত্মকর্মসংস্থানে সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের ওপর।

প্রশ্ন ▶ ১৯ নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক মহোদয় কিছু সংখ্যক বেকার যুবককে নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করেন। সেমিনারে তিনি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের ওপর আলোচনা করেন। চাকরির বিকল্প পেশা হিসেবে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা এবং উৎসাহ দেন।

[বি. এম. স্কুল, বরিশাল ● প্রশ্ন-৩; আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা ● প্রশ্ন-৩;]

ক. ব্যবসায় সাফল্য লাভের অন্যতম শর্ত কী? ১

খ. 'আত্মকর্মসংস্থান হচ্ছে চাকরির বিকল্প সম্মানজনক পেশা' — উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জেলা প্রশাসক কোন কারণে বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহ দেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জেলা প্রশাসকের পরামর্শটি বেকার যুবকদের মানা উচিত কিনা? মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সঠিক পণ্য নির্বাচন।

খ স্বল্প পুঁজি, নিজের চিন্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের চেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ। জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে কর্মসংস্থানের চাহিদা যে হারে বাড়ে সে হারে কর্মসংস্থানের সংখ্যা বাড়ে না। ইচ্ছে করলেই চাকরির ব্যবস্থা করা যায় না। এজন্য বেকার লোকের সংখ্যা বেড়ে যায়। এসব বেকার লোক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চায়। কারণ এ পেশায় আয়ের সম্ভাবনা বেশি, স্বাধীন পেশা, অধিক কর্মসংস্থান তৈরি ইত্যাদি সুবিধা আছে। তাই চাকরির বিকল্প পেশা হিসেবে তারা একে বেছে নেয়।

গ উদ্দীপকের জেলা প্রশাসক বেকার সমস্যা সমাধান ও চাকরির ওপর থেকে আগ্রহ কমাতে আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহ দেন।

আত্মকর্মসংস্থান একটি লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা। এদেশে বর্তমানে ২৬ লক্ষ জনশক্তি বেকার। এ প্রকট বেকার সমস্যার সমাধান এবং চাকরির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে আত্মকর্মসংস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকে নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক মহোদয় কিছুসংখ্যক বেকার যুবকদের নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করেন। তিনি আত্মকর্মসংস্থানের ওপর আলোচনা করেন। দেশে বিদ্যমান বেকার সমস্যা সমাধানে এর বিকল্প নেই। কারণ প্রতি বছর চাকরির বাজারে যোগ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবসম্পদ। কিন্তু সেই তুলনায় চাকরির ক্ষেত্র সীমিত। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি পাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এতে দেশ ও যুবসম্পদ উভয়ের ক্ষতি হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে জেলা প্রশাসক আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহ দেন।

ঘ উদ্দীপকের জেলা প্রশাসকের পরামর্শটি বেকার যুবকদের অবশ্যই মানা উচিত।

এর মাধ্যমে স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। চাকরির সুযোগ কম থাকায় এবং যুবসম্পদের বেকারত্ব দূর করতে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অনেক।

উদ্দীপকে নোয়াখালীর জেলা শাসক মহোদয় কিছুসংখ্যক বেকার যুবককে নিয়ে সেমিনার আয়োজন করেন। সেমিনারে তিনি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। চাকরির বিকল্প পেশা হিসেবে তিনি এর ভূমিকা তুলে ধরেন এবং উৎসাহ দেন।

জেলা প্রশাসক একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়েছেন। সেমিনারে অংশ নেওয়া যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানে নিজেদের নিয়োজিত করা উচিত। কারণ, এতে তারা একদিকে যেমন নিজেদের কাজের ব্যবস্থা করতে পারবেন, অন্যদিকে স্বাবলম্বীও হতে পারবেন। এতে

https://teachingbd24.com

চাকরির ওপর চাপ কমবে। তাছাড়া বর্তমানে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে উৎসাহিত করতে সরকার অল্প ও বিনা সুদে ঋণ দিচ্ছে। বেকার যুবকরা এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে সহজে ব্যবসায় স্থাপনের পদক্ষেপ নিতে পারবেন। তাই আমি মনে করি, জেলা প্রশাসকের পরামর্শটি বেকার যুবকদের মানা উচিত।

প্রশ্ন ▶২০ স্থানীয় কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতা ও বাজারজাতকরণের কথা চিন্তা করে হাকিম সরকার নরসিংদীর বেলানগরে একটি মাটির টালি তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ এবং স্থানীয় ও আমদানি করা উন্নত যন্ত্রপাতি যৌথভাবে ব্যবহার করায় তিনি তার ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হন।

[মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা ● প্রশ্ন-৩]

ক. মজুরি বা বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থান কী? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থানকারীর ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. হাকিম সরকার মাটির টালি তৈরির কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি বিবেচনা করেছেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. হাকিম সরকারের সফলতার প্রধান কারণটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মজুরি বা বেতনের বিনিময়ে কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিয়োগ দেওয়াই হলো মজুরি বা বেতনভিত্তিক কর্মসংস্থান।

খ প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যদের দিয়ে কাজ আদায় করার কৌশলকে ব্যবস্থাপনা বলে।

আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত উদ্যোক্তা পণ্য বা সেবা উৎপাদন বা বিপণন করেন। তাদের কাজেও ব্যবস্থাপনার কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। কারণ তার বিনিয়োগ করা অর্থ, শ্রম, কর্মী ও অন্যান্য উপাদানের সঠিক ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থাপনা দরকার। সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রয়োগ না করলে পেশায় এগিয়ে যাওয়া যায় না। তাই আত্মকর্মসংস্থানকারীর ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের হাকিম সরকার মাটির টালি তৈরির কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও বাজারজাতকরণ সুবিধা বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।

সঠিক সময়ে কম দামে কাঁচামাল পেলে উৎপাদন কাজে গতিশীলতা আসে। আর উৎপাদিত পণ্য বিপণনে সুবিধা পাওয়া গেলে প্রতিষ্ঠানের বিক্রির কাজে গতিশীলতা আসে। তাই উদ্যোক্তারা ব্যবসায় স্থাপনের আগে এসব বিষয় বিবেচনা করেন।

উদ্দীপকের হাকিম সরকার নরসিংদীর বেলানগরে একটি মাটির টালি তৈরির কারখানা স্থাপন করেছেন। এখানে টালি তৈরির প্রধান কাঁচামাল মাটি খুবই সহজলভ্য। ফলে কম দামে কাঁচামাল কিনে তিনি উৎপাদন করতে পারছেন। এতে তার খরচ কমছে। এছাড়া এখানে খুব সহজে পণ্য বাজারজাতকরণ করতে পারেন। এটি তার বিক্রি পরিমাণ বাড়ায়। তিনি মুনাফা করে সফলতা অর্জনে সহজে এগিয়ে যান। তাই বলা যায়, হাকিম সরকার মাটির টালি তৈরির কারখানা স্থাপনে কাঁচামালের সহজলভ্যতা এবং বাজারজাতকরণ সুবিধার বিষয় বিবেচনা করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের হাকিম সরকারের সফলতার প্রধান কারণ হলো ব্যবস্থাপনার দক্ষতার গুণটি।

একজন আদর্শ উদ্যোক্তা বিশেষ কিছু গুণ থাকে। এসব গুণ তাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উদ্যোক্তা যেমন প্রতিষ্ঠানের সফলতার দিকে নজর রাখেন তেমনি ব্যবস্থাপনার বিষয়েও তাকে লক্ষ রাখতে হয়।

উদ্দীপকের হাকিম সরকার মাটির টালি তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তিনি এখানে কম দামে কাঁচামাল কিনতে পারেন এবং বাজারজাতকরণে সুবিধা পান। এছাড়া, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিয়োগ দিয়ে স্থানীয় ও আমদানি করা যন্ত্রপাতির যৌথ ব্যবহার করে সফল হয়েছেন।

হাকিম সরকার একজন আদর্শ উদ্যোক্তা। সেই সাথে তিনি একজন দক্ষ ব্যবস্থাপকও। তার উদ্যোক্তার যেসব গুণ আছে তার মধ্যে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অন্যতম। এ গুণের মাধ্যমে তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নির্বাচন করতে পেরেছেন। এসব কর্মী দক্ষতার সাথে কাজ করে। আবার, তিনি দেশি-বিদেশি যন্ত্রপাতির সমন্বয় করেন। এসব কাজ দক্ষ উদ্যোক্তা ছাড়া করতে পারে না। এটিও আদর্শ উদ্যোক্তার একটি গুণ। তাই আমি মনে করি, হাকিম সরকারের মধ্যে আদর্শ উদ্যোক্তার গুণই তাকে সফলতা এনে দিয়েছে।

প্রশ্ন ▶২১ জনাব ইকবাল অল্প শিক্ষিত বেকার যুবক। নিজের কাছে তেমন টাকা পয়সা নেই। তাই সে তার এক বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। সে তার নিজের ট্রলার দিয়ে শহরে তাজা মাছ পৌঁছে দেন এবং দামও ভালো পাচ্ছেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন। *[যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ● প্রশ্ন-১]*

ক. কর্মসংস্থানের উৎস কী? ১

খ. ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়া বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব ইকবালের জীবিকা অর্জনের উপায়টি কী? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. জনাব ইকবালের মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হওয়ার পেছনে প্রধান কারণটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কর্মসংস্থানের প্রধান উৎস হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি।

খ কোনো কাজে ব্যর্থ হলে তার কারণ নির্ণয় করে পরবর্তীতে একই কাজের জন্য ভুল সংশোধন করাকে ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়া বলে। এটি উদ্যোক্তার একটি অন্যতম গুণ।

একজন উদ্যোক্তা লক্ষ্য অর্জনে নিরলস চেষ্টা করেন। কোনো কারণে ব্যর্থ হলে ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করে তা সংশোধন করেন। ফল অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত উদ্যোক্তা অবিরাম শ্রম দিয়ে যান। যে কারণে ভুল বা ব্যর্থ হয়েছেন তার যেন পুনরাবৃত্তি না হয় সেটাই হলো ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া। তাই বলা যায়, উদ্যোক্তার বিফলতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মানসিকতাই হলো ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়া।

গ উদ্দীপকের জনাব ইকবালের জীবিকা অর্জনের উপায়টি হলো আত্মকর্মসংস্থান।

এর মাধ্যমে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়। এ পেশায় নিজের দক্ষতা, শ্রম, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সহজে সাফল্য পাওয়া যায়। ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধানে এর বিকল্প নেই।

উদ্দীপকের জনাব ইকবাল জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। তিনি অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজে করেছেন। আবার তিনি স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন। নিজের দক্ষতা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছেন। আত্মকর্মসংস্থান ছাড়া নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজে করা ও স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে সফল হওয়া সম্ভব নয়। তাই এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, জনাব ইকবালের কাজটি আত্মকর্মসংস্থানের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের জনাব ইকবালের মৎস্য চাষ করে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রধান কারণটি হলো পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।

Teachingbd24.com

উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সাফল্য লাভ করা করা কঠিন। এ ব্যবস্থা ছাড়া পণ্য বা সেবা ক্রেতার কাছে সঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না।

উদ্দীপকের জনাব ইকবাল একটি পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। জেলা সদরের পাকা রাস্তা তার পুকুরের পাশ দিয়ে চলে গেছে। এতে মাছ তাজা অবস্থাতেই শহরের বাজারে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। ফলে অল্প সময়ে তিনি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন।

রাস্তার পাশে পুকুরের অবস্থান হওয়ায় জনাব ইকবালের যানবাহন পেতে সমস্যা হয় না। ফলে মাছ পুকুর থেকে উঠিয়ে সাথে সাথে বাজারে পাঠাতে পারেন। টাটকা মাছ পেয়ে ক্রেতারা সহজে তা কেনেন। এতে তিনি লাভবান হন। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না হলে তিনি টাটকা মাছ বাজারে সরবরাহ করতে পারতেন না। তাই বলা যায়, উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা জনাব ইকবালের স্বাবলম্বী হওয়ার প্রধান কারণ।

প্রশ্ন ▶২২ মোমেন একজন শিক্ষিত যুবক। তিনি যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি না পেয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে চান। এজন্য তিনি যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে গবাদি পশুর খামার গড়ে তোলেন। বর্তমানে তিনি স্বাবলম্বী।

[বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সাভার ● প্রশ্ন-১১]

ক. নিষ্কাশন শিল্প কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের তাঁত শিল্প সম্পর্কে ধারণা দাও। ২

গ. প্রশিক্ষণের ফলে কী কী সুবিধা পাওয়া সম্ভব বলে তুমি মনে করো। ৩

ঘ. আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে তুমি কোন কোন বিষয়গুলো বিবেচনার পরামর্শ দেবে? ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূগর্ভ, পানি বা বায়ু থেকে সম্পদ আহরণ বা উত্তোলন করা হয়, তাকে নিষ্কাশন শিল্প বলে।

খ তাঁত শিল্প কুটির শিল্পের অন্তর্গত।

এ শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্য লালন করে আসছে। প্রাচীনকাল থেকেই এটি বাংলাদেশে বিদ্যমান। সাধারণত ছোট পরিসরে একটি তাঁত কারখানা গড়ে ওঠে। তাঁত শিল্পের উৎপাদিত উল্লেখযোগ্য পণ্য হলো শাড়ি, লুঙ্গি, জামদানি, চাদর, শীতবস্ত্র প্রভৃতি। কিন্তু বর্তমানে এ শিল্পের অবস্থা ভালো নয়।

গ প্রশিক্ষণের ফলে আত্মকর্মসংস্থানকারী বিভিন্ন সুবিধা পান।

কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো এবং মানসিকতা বিকাশে অবিরাম প্রচেষ্টাই হলো প্রশিক্ষণ। আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা নির্বাচনের আগে প্রশিক্ষণ নিলে সফলতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

উদ্দীপকের মোমেন একজন শিক্ষিত যুবক। তিনি যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে গবাদিপশুর খামার গড়ে তোলেন। বর্তমানে তিনি স্বাবলম্বী হয়েছেন। প্রশিক্ষণের ফলে তার গবাদিপশু সম্পর্কে জ্ঞান বেড়েছে। কীভাবে পশু লালনপালন করতে হবে, তা তিনি জেনেছেন। প্রশিক্ষণ না নিলে তিনি সঠিকভাবে খামার পরিচালনা করতে পারতেন না। তাই আমি মনে করি, প্রশিক্ষণ আত্মকর্মসংস্থান পেশায় নিয়োজিত মোমেনকে এসব সুবিধা দিয়েছে।

ঘ আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে আমি চাহিদা নির্ধারণ, মূলধনের পরিমাণ, নিজের দূর্বলতা, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রভৃতি বিষয় বিবেচনার পরামর্শ দেব।

নিজেই নিজের কাজের ব্যবস্থা করাই হলো আত্মকর্মসংস্থান। আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশার ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতা অনেকাংশে নির্ভর করে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের ওপর।

উদ্দীপকের মোমেন একজন শিক্ষিত যুবক। তিনি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে চান। তাই যুব উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে পরিকল্পিতভাবে গবাদিপশুর খামার গড়ে তোলেন। তিনি এখন স্বাবলম্বী হয়েছেন।

মোমেন উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে গবাধিপশুর খামার স্থাপনের আগে বেশ কিছু বিষয় বিবেচনা করছেন। এক্ষেত্রে প্রাথমিক মূলধনের পরিমাণ বিবেচনা করেছেন। এছাড়া তিনি গবাদিপশুর মাংস ও দুধের চাহিদা নির্ধারণ করেছেন। আবার, তিনি নিজের দূর্বলতা সম্পর্কে সজাগ থেকেছেন এবং সঠিক কর্মী নির্বাচন করেছেন। তাছাড়া ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। এভাবে তিনি সফল হয়েছেন। তাই আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি উপরের বিষয়গুলো বিবেচনা করার পরামর্শ দেব।

প্রশ্ন ▶২৩ ছমিরন হতদরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এক নারী। মাত্র ১৩ বছর বয়সে এক বৃদ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে হয়। দুই সন্তান জন্ম নেওয়ার কিছু দিন পর তার স্বামী মারা যায়। অসহায় ছমিরন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবিকা অর্জন শুরু করেন এবং পরিবারে সচ্ছলতার জন্য স্বল্প প্রশিক্ষণ নিয়ে কেঁচো চাষ শুরু করেন।

[নারায়ণগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ● প্রশ্ন-২]

ক. BRDB-এর পূর্ণরূপ লিখ। ১

খ. BRDB-এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছমিরনের কাজটি কোন ধরনের পেশা? উক্ত পেশায় উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ছমিরনের মতো হতদরিদ্র নারীর জন্য উক্ত পেশাটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে করো। উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BRDB-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Rural Development Board (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড)।

সহায়ক তথ্য

বাংলাদেশের গ্রামের হত-দরিদ্র মানুষদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে BRDB।

খ BRDB-এর পূর্ণরূপ হলো Bangladesh Rural Development Board (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড)।

এটি গ্রামের দুস্থ ও ভূমিহীন নারী-পুরুষদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়। এর মধ্য দিয়ে তাদের স্বাধীনভাবে একটি পেশা বেছে নিয়ে উপার্জন করতে সহায়তা করে। দেশের সব জেলা ও উপজেলায় এর কাজ বিস্তৃত।

গ উদ্দীপকের ছমিরনের কাজটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা। এ পেশায় উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

এ পেশায় স্বল্প পুঁজি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজেই নিজের কাজের ব্যবস্থা করা যায়। এজন্য এটি গঠন করা খুব সহজ। এটি একটি লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা।

উদ্দীপকের ছমিরন দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করে জীবিকা অর্জন শুরু করেন। তিনি অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজে করেছেন। সুতরাং, এটি হলো আত্মকর্মসংস্থান। তিনি স্বল্প প্রশিক্ষণ নিয়ে কেঁচো চাষ শুরু করেন। এ ক্ষেত্র নির্বাচনে তিনি কাঁচামালের সহজলভ্যতার

Teachingbd24.com

বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। এ কাজে তার মূলধন কম লেগেছে। আবার পণ্যের চাহিদা ও বাজারজাতকরণের সুবিধার বিষয়টিও বিবেচনা করেছেন। তিনি এ বিষয়গুলো বিবেচনা করেই সঠিক পণ্য নির্বাচন করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের ছমিরনের মতো হতদরিদ্র নারীর জন্য আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত। তাই এখানে আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশার মাধ্যমে বেকারত্ব কমানো যেতে পারে। বিশেষ করে মহিলাদের নিজ নিজ অবস্থার উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকের ছমিরন হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম নেন। তিনি দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধ করে স্বল্প প্রশিক্ষণ নিয়ে কেঁচো চাষ শুরু করেন। এ আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশার মাধ্যমে তিনি জীবিকা অর্জন শুরু করেন ও স্বাবলম্বী হন।

ছমিরনের মতো দরিদ্র নারীর জন্য বর্তমানে বিভিন্ন নারী বিষয়ক সংস্থা কাজ করছে। এখান থেকে গ্রামের অসহায় মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে মহিলারা ঘরে বসে না থেকে নিজেরা কাজ করে স্বাবলম্বী হতে পারছে। এছাড়া তাদের পরিবারও আর্থিকভাবে সচ্ছল হচ্ছে। তারা নিজেদের দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ পাচ্ছে। আর, অন্য মহিলাদেরও এ ধরনের পেশায় নিয়োজিত হওয়ার আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। এতে ব্যক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি দেশেরও অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে।

প্রশ্ন ▶২৪ চাঁদপুর জেলার টরকী গ্রামের ফাতেমা বেগম এস.এস.সি. পাশ করে চাকুরি না পেয়ে গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নকশিকাঁথা সেলাই শুরু করেন। কাঁথাগুলি চাঁদপুর শহরে বিক্রি করে পরিবারের সচ্ছলতা আনেন। চাহিদা বাড়ার কারণে তিনি গ্রামের কয়েকজন মহিলাকে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে ব্যাপক লাভবান হন। *[ব্রাহ্মন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, নরসিংদী ● প্রশ্ন-৩]*

ক. নকশিকাঁথা কোন শিল্পের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ১

খ. মজুরির ভিত্তিতে নিয়োগ বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ফাতেমা বেগম তার আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের উন্নয়নে গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রকল্প থেকে কী কী সুবিধা পেতে পারেন? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফাতেমা বেগমের কাজটির গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নকশিকাঁথা কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

খ মজুরির বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের নিয়োগ দিয়ে কাজ করানোই হলো মজুরির ভিত্তিতে নিয়োগ।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজ উদ্যোক্তা একা করতে পারেন না। এজন্য তাকে কর্মী নিয়োগ দিতে হয়। তবে কর্মী বেতন ও মজুরি এই দুই ভিত্তিতেই নিয়োগ দেওয়া যায়। মজুরির ভিত্তির ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব কর্মী কায়িক শ্রম দিয়ে উৎপাদন ও বিপণন কাজ করেন, তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এ মজুরি দিন হিসাবে দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকের ফাতেমা বেগম তার আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের উন্নয়নে গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ, তথ্য সহায়তাসহ আরও অনেক সহায়তা পেতে পারেন।

আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে সরকারি ও বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এসব প্রতিষ্ঠান আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সহায়তা দেয়। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, নট্রামস, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর মধ্যে অন্যতম।

উদ্দীপকের চাঁদপুর জেলার টরকী গ্রামের ফাতেমা বেগম এস.এস.সি পাস করেও চাকরি পান নি। তিনি গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নেন। এরপর নকশিকাঁথা সেলাই শুরু করেন। তিনি প্রকল্পটি থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। আবার, প্রয়োজনের সময় তাকে বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারে প্রতিষ্ঠানটি। এছাড়া, অর্থ বা মূলধন সংকট হলে তা থেকে ঋণ সুবিধা পেতে পারেন ফাতেমা বেগম। এ প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন তথ্য যেমন বর্তমান বাজার অবস্থা, পণ্য চাহিদা, পণ্যের দাম প্রভৃতি জানা যায়। তাই বলা যায়, উপরের সহায়তাগুলো ফাতেমা বেগম "গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান" প্রকল্প থেকে পেতে পারেন।

ঘ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উদ্দীপকের ফাতেমা বেগমের আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অনেক বেশি।

নিজের শ্রম, দক্ষতা ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে নিজের জন্য কাজের ব্যবস্থা করাকে আত্মর্কসংস্থান বলে বেকার সমস্যা সমাধানে এ পেশার বিকল্প নেই। এটি একটি লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা।

উদ্দীপকের ফাতেমা বেগম প্রশিক্ষণ নিয়ে নকশিকাঁথা সেলাই শুরু করেন। কাঁথাগুলো চাঁদপুর শহরে বিক্রি করে তিনি পরিবারের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনেন। এক্ষেত্রে চাহিদা বাড়ায় তিনি গ্রামের কয়েকজন মহিলাকে নিয়োগ দেন।

ফাতেমা বেগম নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজেই করেছেন। আবার, আর্থিক সচ্ছলতা এনেছেন। চাকরির পেছনে ছুটলে তার অনেক সময় নষ্ট হতো। চাকরি পেলেও তার স্বাধীনতা থাকতো না। ফাতেমা বেগম তার কাঁথা বিক্রির মাধ্যমে দেশের চাহিদা মেটাচ্ছেন। আবার, দেশের ঐতিহ্য নকশিকাঁথা টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছেন। পাশাপাশি দরিদ্র বেকার নারীদের কাজের ব্যবস্থা করছেন। আত্মকর্মসংস্থান ছাড়া এগুলো সম্ভব হতো না। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফাতেমা বেগমের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজটির গুরুত্ব অনেক বেশি।

প্রশ্ন ▶২৫ মেরাজ লেখাপড়া শেষ করে বেকার অবস্থায় আছে। তাই সে বেকারত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নট্রামস থেকে প্রশিক্ষণ নেয়। প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামের বাজার সংলগ্ন স্কুলের পাশে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটার চালনায় শিক্ষাদান শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আরও কয়েকটি কম্পিউটার কিনে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সম্প্রসারণ করেন।

[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল এন্ড কলেজ ● প্রশ্ন-৩]

ক. আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় মূলধন কোনটি? ১

খ. আত্মকর্মসংস্থানের কয়েকটি ক্ষেত্রের নাম লেখ। ২

গ. মেরাজের ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানটি বাজার ও স্কুলের পাশে স্থাপন করার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'নট্রামস -এর কারণে মেরাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে'- উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় মূলধন হলো নিজের দক্ষতা।

খ স্বল্প পুঁজি, নিজস্ব চিন্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জন করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

এর কয়েকটি ক্ষেত্র হলো: হস্তচালিত তাঁত, মৃৎশিল্প, মাছের জাল তৈরি, খামারের কাজ প্রভৃতি। এছাড়াও সবজি চাষ, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার, পিঠা তৈরি আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ও লাভজনক ক্ষেত্র।

গ উদ্দীপকের মেরাজের প্রতিষ্ঠানটি বাজার ও স্কুলের পাশে স্থাপন করার কারণ হলো ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচন।

Teachingbd24.com

ব্যবসায় স্থাপন করার আগে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাঁচামালের সহজলভ্যতা, বিপণ্ন সুবিধা, ক্রেতার আগমন, যাতায়াত সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর লক্ষ রাখতে হয়। এক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনে দূরদর্শিতার পরিচয় দিলে সফলতা অর্জন সহজ হয়।

উদ্দীপকের মেরাজ নট্রামস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এরপর গ্রামের বাজার সংলগ্ন স্কুলের পাশে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটার চালনায় শিক্ষাদান শুরু করে। স্কুলের পাশে হওয়ায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কম্পিউটার শিক্ষা নিতে পারবে। অর্থাৎ, মেরাজের ক্রেতার অভাব হবে না। এছাড়া বাজারের পাশে অবস্থান করায় বাইরের মানুষও এসে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে পারবে। এতে তার আয় বাড়বে। স্কুল ও বাজারের পাশে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপন না করলে মেরাজ এত সুবিধা পেত না। সুতরাং বলা যায়, উপযুক্ত স্থানের জন্য তার প্রতিষ্ঠানটি বাজার সংলগ্ন স্কুলের পাশে স্থাপন করেছে।

ঘ উদ্দীপকের নট্রামস-এর কারণে মেরাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে- উক্তিটি সঠিক।

নট্রামস শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটার চালনা শিক্ষা দেওয়াই এ প্রতিষ্ঠানের কাজ। উদ্যোক্তার উন্নয়ন ও বেকার সমস্যা সমাধানে নট্রামস-এর ভূমিকা অনেক।

উদ্দীপকের মেরাজ বেকার অবস্থায় নট্রামস থেকে প্রশিক্ষণ নেয়। এরপর গ্রামের বাজার সংলগ্ন স্কুলের পাশে কম্পিউটার প্রোগ্রামি এবং কম্পিউটার চালনায় শিক্ষাদান শুরু করে। পরবর্তীতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সম্প্রসারণ করে।

নট্রামস থেকে প্রশিক্ষণ না নিলে মেরাজ কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষ হতো না। ফলে সে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে পারতো না। তাকে আগের মতো বেকার অবস্থায় দিন যাপন করতে হতো। আবার, নট্রামস ছাড়া খুব কম প্রতিষ্ঠান আছে যারা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেয়। মেরাজ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ পেত না বললেই চলে। অতএব, নট্রামস-এর কারণে মেরাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৬ নোয়াখালীর সাফিয়া স্নাতক পাস করে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি না পেয়ে স্থানীয় যুব উন্নয়ন কার্যালয় থেকে ফুল চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। প্রথম বছর এক একর জমিতে ফুল চাষ করে ৫০ হাজার টাকা লাভ করেন। এরপর একটি ফুল চাষের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যোগ দিয়ে দেশি-বিদেশি ফুলের বীজ সংগ্রহ করে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেন। তার কঠোর পরিশ্রম ও সুযোগের সদ্ব্যবহারে ৫ বছরে তার ব্যবসায় কয়েক গুণ বেড়ে গেল।

[পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া ● প্রশ্ন-৩]

ক. ব্যবসায় সাফল্য লাভের পূর্বশর্ত কী? ১

খ. ব্যবসায় ঝুঁকি মোকাবিলার উপায় বর্ণনা করো। ২

গ. সাফিয়ার কাজটি কোন ধরনের পেশা? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাফিয়ার পেশাটির গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যবসায় সাফল্য লাভের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সঠিক পণ্য নির্বাচন।

খ ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য ক্ষতিকে ঝুঁকি বলে।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায় পরিচালনা করা হয়। তবে ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে এখানে ঝুঁকি আছে। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান থাকলে তা কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি কমানো যায়। আবার, পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে ঝুঁকি কমে। এছাড়া, সৎ ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবসায় করলে ঝুঁকি কমে আয় বেড়ে যায়।

গ উদ্দীপকের সাফিয়ার কাজটি হলো আত্মকর্মসংস্থানমূলক।

এর মাধ্যমে নিজস্ব শ্রম, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে স্বল্প পুঁজি নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করা যায়। এটি একটি লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা।

উদ্দীপকে সাফিয়া স্নাতক পাস করে চাকরির অপেক্ষা না করে নিজেদের জমিতে ফুল চাষ শুরু করেন। তিনি জীবিকা অর্জনের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করেননি। নিজের কাজের ব্যবস্থা তিনি নিজে করেছেন। তিনি তার পেশায় নিজের পরিশ্রম ও দক্ষতা কাজে লাগিয়েছেন। এছাড়া আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেছেন। এটি আত্মকর্মসংস্থান ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায়, সাফিয়ার কাজটি হলো আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা।

ঘ নিজের দেশের ও সমাজের উন্নয়নে উদ্দীপকের সাফিয়ার আত্মকর্মসংস্থামূলক পেশাটির গুরুত্ব আছে।

আত্মকর্মসংস্থান হলো চাকরির বিকল্প পেশা। এ পেশার মাধ্যমে অসীম আয়ের সুযোগ তৈরি হয়। পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে অবদান রাখা সহজ হয়। তাই দিন দিন সকলের কাছে আত্মকমংসংস্থানের গুরুত্ব বাড়ছে।

উদ্দীপকের সাফিয়া স্নাতক পাস করেও চাকরি পাননি। তাই তিনি প্রশিক্ষণ নিয়ে ফুল চাষ শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেন। কঠোর পরিশ্রম ও সুযোগর সঠিক ব্যবহার করে বর্তমানে তিনি সফল।

সাফিয়া ফুল চাষ করে নিজের আয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এতে তিনি বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। তার ব্যবসায়ে অন্যদের কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। ফলে তিনি বেকার সমস্যার সমাধানে অবদান রাখছেন। আবার, তার উৎপাদিত ফুল দেশের চাহিদা পূরণ করছে। এতে বিদেশে ফুল রপ্তানির সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তাকে অনুসরণ করে অনেকে আত্মকর্মসংস্থানে এগিয়ে আসছে। অতএব, নিজের দেশের ও সমাজের উন্নয়নে সাফিয়ার আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ২৭ শনির হাওরের বাসিন্দা আলিম ও সুবাস দাস উপজেলা পরিষদে ২ দিন হাঁস পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেন। এরপর তারা ২০০ হাঁস দিয়ে ফার্মের যাত্রা শুরু করে। বদলে যায় তাদের আর্থিক অবস্থা। বছরে মুনাফা ২ লক্ষ টাকা। তাদের দেখে হাওর পাড়ের অনেকেই ধান চাষের পাশাপাশি বিকল্প হিসেবে হাঁস পালন শুরু করেছে।

[অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ● প্রশ্ন-৯]

ক. কত সালে ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ যাত্রা শুরু করে? ১

খ. বেসিক ব্যাংক মূলত কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থায়ন করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের কর্মসংস্থানটির ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "আলিম ও সুবাস দাসের এ উদ্যোগ হাওরের মানুষের জীবনযাত্রায় এক নতুন মাত্রা দিচ্ছে"-উক্তিটি মূল্যায়ন করো। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৮০ সালে ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ যাত্রা শুরু করে।

খ বেসিক ব্যাংক মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন করে।

এ ব্যাংক ১৯৮৯ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে। ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্পে প্রতিষ্ঠানটি ঋণ দিয়ে থাকে। বেসিক ব্যাংক মোট ঋণযোগ্য তহবিলের ৫০% ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি তৈরি পোশাক, খাদ্য, ঔষধ, চামড়া ও পাট শিল্পসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ দিয়ে থাকে।

Teachingbd24.com

গ ধরন অনুযায়ী উদ্দীপকের কর্মসংস্থানটি আত্মকর্মসংস্থানের অন্তর্ভুক্ত।
নিজের দক্ষতা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে নিজেই নিজের কাজের ব্যবস্থা করাকেই আত্মকর্মসংস্থান বলে। অল্প পুঁজি নিয়েই এ পেশায় নিয়োজিত হওয়া যায়। এটি একটি লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা।
উদ্দীপকের আলিম ও সুবাস দাস হাঁস পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। তারা ২০০ হাঁস নিয়ে ফার্ম শুরু করেন। তারা নিজেদের কাজের ব্যবস্থা নিজেরাই করেছেন। অন্যের কাজের ওপর নির্ভর করে থাকেন নি। তারা নিজের দক্ষতা ও শ্রমকে কাজে লাগাতে পারছেন। স্বাধীনভাবে কাজ পরিচালনা করতে পারছেন। ঝুঁকি থাকলেও তারা মুনাফা লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। এসব বৈশিষ্ট্যের সাথে আত্মকর্মসংস্থানের মিল আছে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের কর্মসংস্থানটি আত্মকর্মসংস্থানের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ আলিম ও সুবাস দাসের আত্মকর্মসংস্থানের উদ্যোগ হাওরের মানুষের জীবনযাত্রায় এক নতুন মাত্রা দিচ্ছে- উক্তটি যথার্থ।
আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ব্যক্তি নিজের আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি অন্যদের অনুপ্রাণিত করেন। আশপাশের মানুষ তাদের সাফল্য দেখে এ পেশায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহী হয়। এতে দেশে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ে।
উদ্দীপকের আলিম ও সুবাস দাস হাঁস চাষ শুরু করেন। ২০০টি হাঁস দিয়ে তাদের ফার্মের যাত্রা শুরু হয়। দিন দিন বদলে যায় তাদের আর্থিক অবস্থা। তারা বছরে ২ লক্ষ টাকা মুনাফা করে। তাদের দেখে হাওর পাড়ের অনেকেই ধান চাষের বিকল্প হিসেবে হাঁস পালন শুরু করেছে।
হাওরে বর্ষা মৌসুমে ধান চাষ করা যায় না। তাই কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এসব কৃষক আলিম ও সুবাস দাসের হাঁস খামার দেখে অনুপ্রাণিত হন। তারাও হাঁসের খামার স্থাপনে আগ্রহী হয়ে হাঁস পালন শুরু করেন। হাওর এলাকায় হাঁসের বিচরণ ক্ষেত্র থাকায় ঝুঁকি থাকে না। এতে মুনাফা বেড়ে তাদের আয় বাড়ছে। ফলে জীবনযাত্রার মানও বাড়ছে। অতএব, আলিম ও সুবাস দাসের আত্মকর্মসংস্থানের উদ্যোগ হাওরের মানুষের জীবনযাত্রায় এক নতুন মাত্রা দিচ্ছে।

প্রশ্ন ▶ ২৮ জনাব ফাহিম এম এ পাস করে ৩ বছরের বেশি সময় বেকার ছিলেন। অবশেষে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে হাঁস-মুরগি পালন ও মাছ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। পিতার কাছ থেকে সামান্য পুঁজি নিয়ে তিনি হাঁস-মুরগি ও মাছ চাষের একটি যৌথ খামার স্থাপন করেন। বর্তমানে তিনি স্বাবলম্বী। কিন্তু ব্যবসায় সম্প্রসারণের ইচ্ছা থাকলেও অর্থসংস্থানের অভাবে পিছিয়ে পড়ছেন।
[দেবিদ্বার রেয়াজ উদ্দিন পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা ● প্রশ্ন-৯]

ক. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা কতভাগ শিল্পখাত থেকে আসে? ১
খ. অর্থকে ব্যবসায়ের Life blood বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব ফাহিমের পেশাটির ধরন চিহ্নিত করো। ৩
ঘ. যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-এর ভূমিকা উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ৩০ ভাগ শিল্প খাত থেকে আসে।

খ অর্থ ছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একেবারেই অচল বলে অর্থকে ব্যবসায়ের Life blood বলা হয়।
প্রতিটি ব্যবসায় শুরু করা, এর কাজ চালু রাখা এবং সম্প্রসারণের জন্য অর্থ প্রয়োজন। রক্ত না থাকলে ধমনি যেমন শরীরে রক্ত সঞ্চালন করতে পারে না, তেমনি অর্থ না থাকলে ব্যবসায়ও অচল। অর্থ ছাড়া প্রতিষ্ঠান একটি দিনেরও কাজ পরিচালনা করতে পারে না। তাই অর্থকে ব্যবসায়ের Life blood বলা হয়।

গ উদ্দীপকের জনাব ফাহিমের পেশাটি আত্মকর্মসংস্থান।
নিজের দক্ষতা, মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজেই করাই আত্মকর্মসংস্থান। অল্প ঝুঁকি নিয়ে এ পেশায় বেশি মুনাফা করা যায়। এটি একটি লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা।
উদ্দীপকের জনাব ফাহিম আগে বেকার ছিলেন। বর্তমানে তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালন ও মাছ চাষ করছেন। অর্থাৎ, তিনি নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজেই করেছেন। তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করছেন। এছাড়া খামার থেকে তার অনেক বেশি আয়ের সুযোগ আছে। এগুলোর সাথে আত্মকর্মসংস্থানের বৈশিষ্ট্যের মিল আছে। সুতরাং বলা যায়, জনাব ফাহিমের পেশাটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা।

ঘ আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশায় যুব উন্নয়ন কেন্দ্র-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
দেশের প্রতিটি থানায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়-এর পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। এটি বেকার যুবক-যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে।
উদ্দীপকের জনাব ফাহিম তিন বছরের বেশি সময় বেকার ছিলেন। পরে তিনি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নেন। এরপর হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করেন। এ খামার থেকে তার আয় বাড়ছে। বর্তমানে তিনি একজন স্বাবলম্বী উদ্যোক্তা।
জনাব ফাহিম বেকার ছিলেন। তিনি প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ শুরু না করলে আগের মতো বেকার থাকতেন। এতে তার আর্থিক সচ্ছলতা আসতো না। তাকে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করেছে বলেই তিনি সফল হয়েছেন। এরকম অনেক যুবককে প্রশিক্ষণ দেয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ফলে সবাই জনাব ফাহিমের মতো আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে পারে। অতএব, আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ সানজিদা ফেরদৌস একজন আত্মপ্রত্যয়ী নারী উদ্যোক্তা। ৯ম শ্রেণী পাস করার পর তার ব্যবসায়িক চিন্তা মাথায় আসে। মায়ের অণুপ্রেরণায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ব্লক বাটিক ও এমব্রয়ডারির ওপর প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর মাত্র দশ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতার সাথে কাজ শুরু করেন। এরপর আর তাকে পেছনে তাকাতে হয়নি। বর্তমানে তার কাপড় দেশের বিভাগীয় শহরের বড় বড় শপিং মলে বিক্রি হচ্ছে।
[রাঙ্গামাটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ● প্রশ্ন-২]

ক. BIM-এর পূর্ণরূপ কি? ১
খ. ব্যবসায় উদ্যোগের পাঁচটি ক্ষেত্র উল্লেখ করো। ২
গ. একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলির সাথে সানজিদা ফেরদৌসের কোন গুণগুলোর মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ৩
ঘ. উদ্যোক্তা হিসেবে সানজিদা ফেরদৌস কতটুকু সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন তা পর্যালোচনা করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BIM-এর পূর্ণরূপ হলো- Bangladesh Institute of Management.

খ লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা হয়।
ব্যবসায় উদ্যোগের পাঁচটি ক্ষেত্র হলো: ১. পোশাক শিল্প; ২. হস্তচালিত তাঁত; ৩. মৃৎ শিল্প; ৪. জুয়েলারি ব্যবসায়; ৫. গবাদিপশুর খামার।

গ একজন সফল উদ্যোক্তার আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীলনতা, ঝুঁকি নেওয়ার মনোভাব, স্বাধীনচেতা মনোভাব প্রভৃতি গুণগুলোর সাথে উদ্দীপকের সানজিদা ফেরদৌসের মিল পাওয়া যায়।

https://teachingbd24.com

উদ্যোক্তা কারও অধীনে কাজ করতে চান না। তিনি আত্মপ্রত্যয়ী হন। তিনি নিজে নতুন ধারণা নিয়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন। একজন উদ্যোক্তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিমাপ করে পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি নেন।

উদ্দীপকের সানজিদা ফেরদৌস একজন আত্মপ্রত্যয়ী নারী উদ্যোক্তা। তিনি মায়ের অনুপ্রেরণার নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে বুটিক ও এমব্রয়ডারির ব্যবসায় শুরু করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নেন। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তিনি তার ব্যবসায় সম্প্রসারণ করেছেন। তিনি সব সময় চেয়েছেন স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করতে। তার এসব কাজ একজন সফল উদ্যোক্তার গুণাবলিকেই ফুটিয়ে তোলে। সুতরাং, সানজিদা ফেরদৌসের মধ্যে একজন সফল উদ্যোক্তার উপরোক্ত গুণগুলোই বিদ্যমান।

ঘ উদ্যোক্তা হিসেবে উদ্দীপকের সানজিদা ফেরদৌস একজন সফল উদ্যোক্তা বলে আমি মনে করি।

উদ্যোগ নিলেই যে সবসময় সফলতা আসবে এমনটা নয়। ব্যর্থতাও আসতে পারে। কিন্তু একজন উদ্যোক্তা সফলতার আশায় ঝুঁকি নেন। তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কাজ করে যান। উদ্যোক্তা আত্মপ্রত্যয়ী হওয়ায় সফলতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম কাজ করেন।

উদ্দীপকের সানজিদা ফেরদৌস নবম শ্রেণি পাস করার পর ব্যবসায়ের কথা চিন্তা করেন। ঝুঁকি থাকার পরও মায়ের অনুপ্রেরণায় একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার ব্যবসায়ের সফলতার জন্য বুটিক ও এমব্রয়ডারির ওপর প্রশিক্ষণ নেন। তার উৎপাদিত কাপড় বর্তমানে দেশের বিভাগীয় শহরে বিক্রি হচ্ছে।

যেকোনো ব্যবসায় কাজই ঝুঁকিপূর্ণ। তবে উদ্যোক্তারা সফলতার আশায় পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি নেন। সানজিদা ফেরদৌসও এক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। একজন সফল উদ্যোক্তার মতোই তিনি সফল না হাওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েছেন। তার উদ্যম ও প্রচেষ্টার ফলেই উৎপাদিত কাপড় দেশের বড় বড় শপিংমলে বিক্রি হচ্ছে। অতএব, সানজিদা ফেরদৌস উদ্যোক্তা হিসেবে বেশ সফলতা অর্জন করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ৩০ মিসেস শামীমা একজন আধুনিক রুচিশীল গৃহিণী। তিনি বিসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের বাসায় ব্লক ও বাটিকের কাজ শুরু করে সংসারে সচ্ছলতা আনেন। আরও পাঁচজন অসহায় মহিলা তার এ কাজের মাধ্যমে আয়ের পথ খুঁজে নিয়েছেন।

[রাজামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ● প্রশ্ন-৯]

ক. ব্যবসায় উদ্যোগ কী? ১

খ. উদ্যোক্তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মিসেস শামীমা কীভাবে সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা আনতে সক্ষম হন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মিসেস শামীমা দরিদ্র মহিলাদের স্বাবলম্বী হতে কী ভূমিকা রাখতে পারেন? তোমার মতামত দাও। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লাভের আশায় ঝুঁকি নিয়ে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলা হয়।

খ পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি নেওয়া একজন সফল উদ্যোক্তার বড় বৈশিষ্ট্য।

পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি হলো এমন মাত্রায় ঝুঁকি নেওয়া, যা একজন উদ্যোক্তা সহজেই পরিকল্পনামাফিক কমাতে পারেন। উদ্যোক্তাকে সবসময় ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করতে হয়। তবে ঝুঁকি বিচক্ষণতার সাথে নিরূপণ করে তিনি তা কমাতে পারেন। যেমন: উদ্যোক্তা ধারণা করলেন আগামী বছর পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ কমে যেতে পারে। এ ঝুঁকি কমানোর জন্য তিনি উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে দিলেন। ঝুঁকি কমানোর এ পদ্ধতিই হলো পরিমিত পরিমাণ ঝুঁকি।

গ উদ্দীপকের মিসেস শামীমা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতা আনতে সক্ষম হন।

নিজের দক্ষতা, শ্রম ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজেই করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। এটি বেকার জনশক্তির জন্য একটি লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা। স্বল্প পুঁজি নিয়ে এ ব্যবসায় শুরু করা যায় বলে এখানে ঝুঁকি কম থাকে।

উদ্দীপকের মিসেস শামীমা একজন আধুনিক রুচিশীল গৃহিণী। তিনি প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্লক ও বাটিকের কাজ শুরু করেছেন। অর্থাৎ, তিনি নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজেই করেছেন। এক্ষেত্রে অন্য কারও ওপর তাকে নির্ভর করে থাকতে হয় নি। আবার এই কাজে তিনি নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে কাজ করতে পারছেন। তার কাজের এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে আত্মকর্মসংস্থানের মিল আছে। আর এর মাধ্যমে তার আর্থিক সচ্ছলতা এসেছে। তাই বলা যায়, মিসেস শামীমা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থিক সচ্ছলতা আনতে পেরেছেন।

ঘ উদ্দীপকের মিসেস শামীমা দরিদ্র মহিলাদের স্বাবলম্বী হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন বলে আমি মনে করি।

উদ্যোক্তারা ব্যবসায় স্থাপনের মাধ্যমে নিজের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করেন। পাশাপাশি অন্যদেরও কাজের ব্যবস্থা করে বেকার সমস্যার সমাধান করেন। এভাবে তারা দেশের অর্থনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

উদ্দীপকের মিসেস শামীমা ব্লক ও বাটিকের কাজ করেন। তিনি আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশা হিসেবে এটি বেছে নিয়েছেন। এ পেশার মাধ্যমে তিনি আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে পেয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি নিজের পাশাপাশি আরও পাঁচজন অসহায় মহিলার কাজের ব্যবস্থা করেছেন।

মিসেস শামীমা তার প্রতিষ্ঠানে অসহায় মহিলাদের কাজের ব্যবস্থা করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। এতে অসহায় মহিলারা জীবিকা অর্জনের উপায় খুঁজে পেয়েছেন। এছাড়া, তার পণ্য বিক্রিতে তিনি দরিদ্র মহিলাদের নিয়োগ দিতে পারেন। আবার ব্যবসায়টি সম্প্রসারণ করে আরও কিছু দরিদ্র মহিলার কাজের ব্যবস্থা করতে পারেন। এতে তাদের দরিদ্রতা দূর হবে এবং আর্থিক সচ্ছলতা আসেবে। ফলস্বরূপ তারা স্বাবলম্বী হবে। অতএব, মিসেস শামীমার এসব উদ্যোগ দরিদ্র মহিলাদের স্বাবলম্বী হতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩১ গাজীপুরের শাওন এম.এ পাস করে পছন্দ ও যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি লাভে ব্যর্থ হয়ে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে নার্সারি ব্যবসা শুরু করেন। প্রথমাবস্থায় মূলধনের স্বল্পতা থাকলেও একটি বেসরকারি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে তার প্রতিষ্ঠানটি বড় করেন এবং ৫০ জন লোকের আত্মকর্মসংস্থান করেন।

[খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ● প্রশ্ন-৭]

ক. আত্মকর্মসংস্থান কি? ১

খ. অর্থকে ব্যবস্থার Blood of life বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো? ২

গ. শাওনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ধরন কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ সম্ভাবনা মূল্যায়ন করো। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বল্প পুঁজি, নিজস্ব চিন্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের প্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে।

খ অর্থ ছাড়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একেবারেই অচল বলে অর্থকে ব্যবসায়ের Blood of life বলা হয়।

https://teachingbd24.com

প্রতিটি ব্যবসায় শুরু করা, এর কাজ চালু রাখা এবং সম্প্রসারণের জন্য অর্থ প্রয়োজন। রক্ত না থাকলে ধমনি যেমন শরীরে রক্ত সঞ্চালন করতে পারে না, তেমনি অর্থ না থাকলে ব্যবসায়ও অচল হয়। অর্থ ছাড়া প্রতিষ্ঠান একটি দিনেরও কাজ পরিচালনা করতে পারে না। তাই অর্থকে ব্যবসায়ের Blood of life বলা হয়।

গ উদ্দীপকের শাওনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি একটি আত্মকর্ম-সংস্থানমূলক ব্যবসায়।

সাধারণত নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। বেকার সমস্যার সমাধানে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি চাকরির বিকল্প লাভজনক ও সম্মানজনক ব্যবসায়।

উদ্দীপকের এম.এ.পাস করেও শাওন পছন্দ ও যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি লাভে ব্যর্থ হন। তাই তিনি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে নার্সারি শুরু করেন।

অর্থাৎ, তিনি নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজে করেছেন। তাকে আর অন্যের চাকরির ওপর নির্ভর করতে হয়নি। এছাড়া প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগতে পারছেন। আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায়েই এ সুবিধা পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, শাওনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি একটি আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায়।

ঘ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা অপরিসীম।

নিজের শ্রম, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। এটি একটি লাভজনক ও সম্মানজনক পেশা। চাকরির বিকল্প পেশা হিসেবে বেকার সমস্যা সমাধানে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদ্দীপকের এম.এ. পাস শাওন চাকরি না পেয়ে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে নার্সারি শুরু করেন। প্রথমে মূলধন কম থাকায় একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেন। এতে প্রতিষ্ঠানটির সম্প্রসারণ সম্ভব হয় এবং আরও ৫০ জনের কর্মসংস্থান হয়।

বেকার বসে না থেকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত রাখা উত্তম। এম.এ পাস শাওনও প্রথমে বেকার বসেছিলেন। পরে আত্মকর্মসংস্থানে নিজেকে নিয়োজিত করে তিনি স্বাবলম্বী হন। বর্তমানে বাংলাদেশে আত্মকর্মসংস্থানের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সহায়তা করছে। শাওনও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সহায়তা পেয়েছেন। তাই আমি মনে করি, আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনেক।

প্রশ্ন ▶ ৩২ রায়হান 'ক' নামক একটি দেশে বসবাস করে যার অধিকাংশ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বেকার। তাদের সরকারের পক্ষে এই বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়। এজন্য তার দেশের সরকারি-বেসরকারি চাকরির সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে উৎসাহিত করছে।

[আল-আমিন জামেয়া ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট ● প্রশ্ন-৩]

ক. আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় মূলধন কোনটি? ১

খ. 'জীবন বিমা ক্ষতিপূরণ চুক্তি নয়'- ব্যাখ্যা করো। ২

গ. আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে রায়হান কী কী বিষয় বিবেচনা করবে- বর্ণনা করো। ৩

ঘ. শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে আত্মকর্মসংস্থানের বিকল্প নেই- তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আত্মকর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় মূলধন হলো নিজের দক্ষতা।

খ যে বিমার মাধ্যমে বিমাকারী কিস্তির বিনিময়ে বিমা গ্রহণকারী বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময় শেষে বা বিমাগ্রহীতার মৃত্যুতে অর্থ দেয়, তা-ই জীবন বিমা।

মানুষের জীবনের মূল্য আর্থিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তাই বিমা কোম্পানি শুধু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সহায়তা দেওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। জীবনের ক্ষতিপূরণ কেউ কখনো দিতে পারে না বা দেওয়া সম্ভব নয়। এ কারণেই জীবন বিমাকে ক্ষতিপূরণের বিমা বলা হয় না।

গ আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে উদ্দীপকের রায়হানকে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

নিজেই নিজের কাজের সুযোগ তৈরি করাই আত্মকর্মসংস্থান। এর ক্ষেত্র নির্বাচনে সঠিক পণ্য নির্বাচন, প্রাথমিক মূলধন, পণ্যের চাহিদা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হয়।

যেকোনো দেশের জন্য আত্মকর্মসংস্থান একটি উপযুক্ত পেশা। তাই উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে রায়হানকে প্রথমে পণ্যের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। এরপর যথাযথ স্থান, সম্ভব্য বাজার ঠিক আছে কি না তা দেখতে হবে। প্রাথমিক মূলধন কম প্রয়োজন হবে এমন ক্ষেত্র নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে নমনীয় ও বেশি আয়ের পেশার ওপর তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া সহজে প্রযুক্তির ব্যবহার করা যায়, এমন প্রকল্প নিতে হবে। সুতরাং, আত্মকর্মসংস্থানের উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্বাচনে উপরোউক্ত বিষয়গুলো রায়হানকে বিবেচনা করতে হবে।

ঘ 'শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে আত্মকর্মসংস্থানের কোনো বিকল্প নেই' — উক্তিটি যথার্থ।

নিজস্ব পুঁজি, সম্পদ, জ্ঞান ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়া যায়। এদেশে যে হারে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী বাড়ছে, সেই হারে চাকরির সুযোগ বাড়ছে না। এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে আত্মকর্মসংস্থান।

উদ্দীপকের রায়হান 'ক' দেশে বসবাস করে। এদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ বেকার। সরকারের একার পক্ষে শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা সম্ভব নয়। এজন্য বেসরকারি চাকরির পাশাপাশি বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিলে তারা অল্প সময়ে যেকোনো কাজ আয়ত্ত করতে পারে। তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অল্প সময়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। এ অর্জিত দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশায় সহজেই সফলতা লাভ করতে পারবে। এছাড়া শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের মেধাসম্পদ। তারা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হলে নতুন প্রতিষ্ঠান, ক্ষেত্র, পণ্য ও সেবা উদ্ভাবন করতে পারবে। এতে দেশ, সমাজ ও জাতীয় কল্যাণ হবে। ফলে বেকার লোকদের আর অন্যের দেওয়া চাকরির ওপর নির্ভর করতে হবে না। তারা নিজেদের চেষ্টায় অর্থ উপার্জন করতে পারবে। অতএব, শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে আত্মকর্মসংস্থানের বিকল্প নেই।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ নাইম পারিবারিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বেতের সোফা, চেয়ার ও মোড়া তৈরি করেন। নাইমের প্রতিবেশী রাশেদ তার কাছ থেকে এসব জিনিস তৈরির কৌশল শেখেন। এখন নিজেই এসব জিনিস তৈরি করে বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। এতে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছেন।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, মৌলভীবাজার ● প্রশ্ন-১]

ক. BIM কী? ১

খ. নট্রামস কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. নাইমের কাজটি কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাশেদকে কি ব্যবসায় উদ্যোক্তা বলা যায়? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

https://teachingbd24.com

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক BIM (Bangladesh Institute of Management) হলো আত্মকর্মসংস্থানে সহায়ক প্রশিক্ষণ দেয়া প্রতিষ্ঠান।

খ নট্রামস হলো আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়ার একটি প্রতিষ্ঠান।

এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয়। বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও কম্পিউটার চালনা শিক্ষা দেওয়াই এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। নট্রামস থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বহু শিক্ষিত বেকার যুবক-যুব মহিলা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে।

গ উদ্দীপকের নাইমের কাজটি উদ্যোগ বলা যায়।

এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি নিজের অথবা সমাজের কল্যাণের জন্য পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। যেকোনো বিষয় নিয়েই উদ্যোগ হতে পারে। তবে ব্যবসায় উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন করা।

উদ্দীপকের নাইম পারিবারিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বেতের সোফা, চেয়ার ও মোড়া তৈরি করেন। এসব জিনিসপত্র তিনি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়, বরং পারিবারিক কাজে ব্যবহার করেন। তার কর্মপ্রচেষ্টায় পরিবারের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। এর মাধমে অন্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাও নাইমের উদ্দেশ্য নয়। আবার, তার কাজ দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনে অবদান রাখে না। তাই বলা যায়, নাইমের কাজটি হলো উদ্যোগ।

ঘ উদ্দীপকের রাশেদকে একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা বলা যায় বলে আমি মনে করি।

যিনি ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা করার উদ্যোগ নেন, তিনিই উদ্যোক্তা উদ্যোগ লাভের আশায় ব্যবসায় পরিচালনা করেন। সফল উদ্যোক্তারা নতুন নতুন ব্যবসায়ে উদ্যোগে নিতে বিশেষ আনন্দ পান।

উদ্দীপকের নাইম পারিবারিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সোফা, চেয়ার ও মোড়া তৈরি করতেন। নাইমের কাছ থেকে রাশেদ এসব তৈরির কৌশল শিখে নেন। এখন এসব পণ্য রাশেদও তৈরি করেন। বিভিন্ন জেলায় তার পণ্য বিক্রি করেন। এতে তিনি প্রচুর মুনাফা করে সফল হয়েছেন।

ব্যবসায় করার উদ্দেশ্যে পণ্য বা সেবা উৎপাদন ও বিক্রি করাই উদ্যোক্তার মূল কাজ। রাশেদ ব্যবসায় স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি বেতের তৈরি সামগ্রী উৎপাদন করতে নাইমের কাছে কৌশল শেখেন। তিনি ঝুঁকি নিয়ে মূলধন বিনিয়োগ করে ব্যবসায় করছেন। এতে তার মুনাফা হচ্ছে এবং তিনি স্বাবলম্বী হচ্ছেন। তিনি উদ্যোগ না নিলে স্বাবলম্বী হতে পারতেন না। তাই বলা যায়, রাশেদ একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ বরিশালের বাবুল রহমান ছোটকাল থেকে দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছেন। বেশি লেখাপড়া না করতে পারলেও সৃজনশীল কাজে তিনি ছিলেন অনেক দক্ষ। বাঁশ ও বেতের সমন্বয়ে নিত্যনতুন পণ্য তিনি তৈরি করতে পারতেন। এসব দেখে তার গ্রামের মিরাজ মাস্টার কিছু অর্থের ব্যবস্থা করে দিলেন। টাকা পেয়ে বাঁশ ও বেত দিয়ে খেলনা বানিয়ে বরিশাল শহরে বিক্রি করতে লাগলেন। এভাবে বছর দুয়েকের মধ্যেই বরিশাল শহরে একটি খেলান বিক্রির দোকান দিলেন।

[বর্ডার গার্ড পাবলিক হাই স্কুল, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার ● প্রশ্ন-৩]

ক. সফল উদ্যোক্তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক কোনটি? ১

খ. বেকারত্ব সমাজে অভিশাপস্বরূপ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. বাবুল রহমানের সফলতার মূল কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কর্মসংস্থান তৈরিতে বাবুল রহমান কীভাবে ভূমিকা রাখছে? মূল্যায়ন করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কাজে সাফল্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সফল উদ্যোক্তার চরিত্রের উল্লেখযোগ্য দিক।

খ যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনো কাজে নিয়োজিত না হতে পারাই হলো বেকারত্ব।

জনসংখ্যার দ্রুত বেড়ে যাওয়া, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং চাহিদার তুলনায় কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগের জন্য বাংলাদেশে বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। কোনো ব্যক্তি বেকার হলে তার পক্ষে পরিবারের ভরণপোষণসহ অন্যান্য আর্থিক খরচ মেটানো সম্ভব হয় না। বেকারত্বের ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও নিরাপত্তা নষ্ট হয়। তাছাড়া মানসিক অস্থিরতা ও সামাজিক অপরাধ বেড়ে যায়। তাই বেকারত্বকে সমাজে অভিশাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

গ উদ্দীপকের বাবুল রহমানের সফলতার মূল কারণ হলো তার সৃজনশীল চিন্তাশক্তি ও পর্যাপ্ত পুঁজির যোগান।

যেকোনো ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়ন বা উদ্যোগে সাফল্য অর্জনে প্রয়োজন সৃজনশীল মানসিকতা ও পর্যাপ্ত মূলধনের সংস্থান। মূলধনকে ব্যবসায়ের চালিকাশক্তি বলা হয়। কারণ মূলধন ব্যবসায় পরিচালনা বা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

উদ্দীপকের বাবুল রহমান সৃজনশীল কাজে দক্ষ ছিলেন। তিনি বাঁশ ও বেতের সমন্বয়ে বিভিন্ন ধরনের পণ্যসামগ্রী প্রস্তুত করতে পারতেন। তবে তার এ উদ্যোগের সাফল্য অর্জনে মূলধনের প্রয়োজন ছিল। এ মূলধনের যোগান দেন মিরাজ মাস্টার। পরবর্তীতে এ মূলধনের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বাবুল রহমান বাঁশ ও বেতের খেলনা বানিয়ে বরিশাল শহরে বিক্রি করে সফলতা অর্জন করেন। অর্থাৎ, মিরাজ মাস্টার মূলধনের সংস্থান করে জনাব বাবুলের উদ্যোগকে ব্যবসায়ে রূপান্তর করতে সহায়তা করেছেন। সুতরাং বলা যায়, সৃজনশীল চিন্তাশক্তি ও মূলধনের যথাযথ ব্যবহারই বাবুল রহমানের সফলতার মূল কারণ।

ঘ ব্যবসায় সম্প্রসারণ করে নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমে উদ্দীপকের বাবুল রহমান অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায় উদ্যোগ নতুন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি করে। ফলে বেকারত্ব কমে এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিও নিশ্চিত হয়।

উদ্দীপকের বাবুল রহমান বাঁশ ও বেত দিয়ে নানান ধরনের খেলনা তৈরি করতে পারেন। তবে তার কাছে পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় তিনি ব্যবসায় করতে পারছিলেন না। পরবর্তীতে মিরাজ মাস্টারের সহায়তায় পর্যাপ্ত মূলধনের যোগান সম্ভব হয়। এতে তিনি খেলনা বানিয়ে বিক্রি করা শুরু করেন। পরবর্তীতে বরিশাল শহরে খেলনার দোকান স্থাপন করেন।

বরিশাল শহরে খেলনার দোকান স্থাপনের মাধ্যমে বাবুল রহমান নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছেন। তার দোকানে খেলনা বিক্রির জন্য বিক্রয়কর্মী দরকার হয়। এছাড়া তার পণ্য পরিবহনের জন্য কর্মীর দরকার। এভাবে তার নতুন দোকান নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। তার এ কর্মসংস্থান তৈরির ফলে দেশের বেকারত্ব কমছে। সুতরাং বলা যায়, বাবুল রহমান কর্মসংস্থান তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ রুমা যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মাছ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। তিনি তার বড় ভাইদেরকে নিয়ে নিজস্ব পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। ফলে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা বেড়ে যায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

[বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ● প্রশ্ন-২]

https://teachingbd24.com

ক. যেকোনো কাজের কর্মপ্রচেষ্টাকে কী বলে? ১
খ. ব্যবসায় উদ্যোগ কীভাবে স্বনির্ভর করে? বাখ্যা করো। ২
গ. রুমার কাজের ধরন ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে- বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো কাজের কর্ম প্রচেষ্টাকে উদ্যোগ বলে।

খ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঝুঁকি নিয়ে কোনো ব্যবসায় স্থাপন করাকে ব্যবসায় উদ্যোগ বলে।
আত্মকর্মসংস্থানমূলক ব্যবসায় উদ্যোগ নেওয়ার ফলে একজন বেকার যুবক সহজেই স্বাবলম্বী হতে পারে। এ পেশায় সে অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। এছাড়া সে নিজেও অন্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে। এভাবেই উদ্যোক্তা ব্যবসায় উদ্যোগের মাধ্যমে পরনির্ভরশীলতা দূর করে থাকে।

গ উদ্দীপকের রুমার মাছ চাষ শুরু করার কাজটি আত্মকর্মসংস্থান।
নিজেই নিজের কাজের সুযোগ তৈরি করাই আত্মকর্মসংস্থান। সামান্য প্রশিক্ষণ নিয়ে এ পেশায় নিয়োজিত হওয়া সম্ভব। আত্মকর্মসংস্থানের বিশেষ সুবিধা হলো পারিবারিকভাবে এ পেশা শুরু করা হয়।
উদ্দীপকের রুমা যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে মাছ চাষের ওপর প্রশিক্ষণ নেন। তিনি ও তার বড় ভাইয়েরা নিজস্ব পুকুরে মাছ চাষ শুরু করেন। এক্ষেত্রে তিনি বেকার বসে থাকেননি আবার অন্যের ওপর কর্মসংস্থানের জন্য নির্ভর করেননি। আবার মাছ চাষের মাধ্যমে তিনি নিজের কাজের ব্যবস্থা নিজেই করেছেন এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এর সাথে আত্মকর্মসংস্থানের বৈশিষ্ট্যের মিল আছে। সুতরাং বলা যায়, রুমার মাছ চাষ শুরু করায় কাজটি আত্মকর্মসংস্থান।

ঘ "যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কেন্দ্র কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে"— উক্তিটি যথার্থ।
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। দেশের প্রতিটি থানায় এর কেন্দ্র রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বেকার যুবক-যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে তারা নিজেদের কাজের ব্যবস্থা করতে পারে।
উদ্দীপকের রুমা তার বড় ভাইদের নিয়ে মাছ চাষ করে সচ্ছল হয়েছেন। এজন্য তার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়েছে। তাই তিনি যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তার মতো অনেকেই এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক পেশায় নিয়োজিত আছে।
যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মাছ চাষ, সবজি বাগান, কুটির শিল্পের কাজসহ আরও অনেক কাজের প্রশিক্ষণ দেয়। এখান থেকে কম মূল্যে বেকার যুবক-যুব মহিলাদের প্রশিক্ষণ নেয়। এতে অর্জিত জ্ঞান তারা কাজে লাগিয়ে নিজেরাই বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হয়। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। আবার, তাদের প্রতিষ্ঠান বা খামারগুলোতে অন্যদের কাজের সুযোগ তৈরি হয়। এভাবে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ সফল উদ্যোক্তা রহমান সাহেব গীর্জ্জা মহল্লায় একটি কম্পিউটার পার্টসের দোকান দেন। কিন্তু কম্পিউটার ব্যবসায়ের কোনো জ্ঞান না থাকায় এই ব্যবসা তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বেশি পরিমাণে লোকসানের সম্মুখীন হন।

[বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, (আঞ্চলিক শাখা), বরিশাল ● প্রশ্ন-৩]

ক. ঝুঁকি কী? ১
খ. ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে পার্থক্য লেখো। ২
গ. রহমান সাহেব কম্পিউটার ব্যবসায়ে যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হন তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত সমসা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে বলে তুমি মনে করো। উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনের অনিশ্চয়তাই হলো ঝুঁকি।

খ ব্যবসায় উদ্যোক্তা সবসময় ঝুঁকি মোকাবেলা করে সিদ্ধান্ত নেন।
ঝুঁকি দুই প্রকার- ব্যবসায়িক ঝুঁকি ও আর্থিক ঝুঁকি। ব্যবসায়িক ঝুঁকি হচ্ছে- পণ্য বা সেবার চাহিদা কমে গিয়ে মুনাফা কমে যাওয়া। অন্যদিকে আর্থিক ঝুঁকি হচ্ছে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করতে না পারা। অর্থাৎ, ব্যবসায়িক ঝুঁকি সৃষ্টি হয় পণ্য বা সেবার চাহিদার ওপর ভিত্তি করে। অন্যদিকে, আর্থিক ঝুঁকি অর্থ- সম্পর্কিত যেকোনো উৎস থেকে সৃষ্টি হতে পারে।

গ উদ্দীপকের রহমান সাহেব কম্পিউটার ব্যবসায়ে আর্থিক ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছেন।
ব্যবসায় থেকে উদ্যোক্তা যে পরিমাণ মুনাফা আশা করেন, সে পরিমাণ মুনাফা অর্জিত না হলেই আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। একজন ব্যবসায় উদ্যোক্তা একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার ব্যবসায় থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা আশা করেন। সেই মুনাফা অর্জনের ব্যর্থতাই আর্থিক ঝুঁকি।
উদ্দীপকের রহমান সাহেব গীর্জ্জা মহল্লায় একটি কম্পিউটার পার্টসের দোকান দেন। কম্পিউটার পার্টসের যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তিনি লোকসানের সম্মুখীন হন। কারণ এ বিষয়ে তার জ্ঞান নেই। এতে তিনি ক্রেতাদের প্রয়োজন ভালোভাবে মেটাতে পারছেন না। ফলে ক্রেতার সংখ্যা কমে তার বিক্রি কমে যাচ্ছে। এতে তার ব্যবসায় ঝুঁকির মুখে পড়ছে। এ ঝুঁকি আর্থিক ঝুঁকিকেই নির্দেশ করে। সুতরাং, কম্পিউটারের ব্যবসায় ঝুঁকি আর্থিক ঝুঁকির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যা সমাধানে রহমান সাহেবের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।
উদ্যোক্তা হওয়াটা অনেকটা জন্মগত হলেও সফলভাবে ব্যবসায় পরিচালনার জন্যে প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন। যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন উদ্যোক্তা ঐ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে। প্রশিক্ষিত হলে তার কাজের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাও বাড়ে।
উদ্দীপকের রহমান সাহেব গীর্জ্জা মহল্লায় কম্পিউটার পার্টসের একটি দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কম্পিউটার বিষয়ে তার জ্ঞান না থাকার কারণে ব্যবসায়টি তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তিনি এই ব্যবসায়ে লোকসানের সম্মুখীন হন। কারণ কম্পিউটার বিষয়ে তার কোনো প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা ছিল না।
কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেওয়ার মাধ্যমে রহমান সাহেব নিজের দক্ষতা বাড়াতে পারেন। তিনি প্রশিক্ষণ নিলে কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবেন। এটি তার ব্যবসায়কে সহায়তা করবে। যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত হলে কম্পিউটারের কোন যন্ত্রাংশ গ্রাহকের প্রয়োজন, সেটি তিনি সহজেই বুঝতে ও সরবরাহ করতে পারবেন। এতে তার ব্যবসায়ের বিক্রি বাড়বে। ফলে প্রতিষ্ঠান লাভজনক ব্যবসায়ে রূপান্তর হবে। অতএব, রহমান সাহেবের সমস্যা সমাধানে প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই।

Teachingbd24.com